



- ডায়মন্ড হারবার
- আসানসোল
- তমলুক
- কাটোয়া
- সালার
- রামপুরহাট
- রঘুনাথপুর(পুরুলিয়া)
- কৃষ্ণনগর
- শিলিগুড়ি
- ধানবাদ



SHROBONEE শ্রবণী
Your Hearing-Aid Specialist

The Largest Hearing Aid Retail Chain in West Bengal & Jharkhand

ISO
9001:2015 Co.

Member of:
Hearing Aid Dealers
Welfare Association



A Registered Unit of Ministry of MSME



CRISIL MSE 2+
Generating Performance
Highest

☎: 98300 74043 / 90883 66638

visit www.shrobonee.com | www.calcuttahearing.com

দেশের সমষ্টিগত জাগরণ সম্মিলিত শক্তি বৃদ্ধি করেছেঃপ্রধানমন্ত্রী



নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার লোকসভায় প্রয়াগরাজের মহাকুস্ত নিয়ে বক্তৃতা রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, দেশের সমষ্টিগত জাগরণ সম্মিলিত শক্তি বৃদ্ধি করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, গত বছর রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময়, আমরা দেখছি, দেশ কীভাবে পরবর্তী ১০০০ বছরের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে। মহাকুস্তের সময় এই চিন্তাভাবনা আরও জোরদার হয়েছে।, দেশের সম্মিলিত জাগরণ সম্মিলিত শক্তি বৃদ্ধি করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, আমি এখানে প্রয়াগরাজের মহাকুস্তের উপর বক্তব্য রাখতে উঠে দাঁড়িয়েছি। আমি কোটি কোটি দেশবাসীকে অভিদন্দ জনাই যাদের কারণে মহাকুস্ত সফলভাবে আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। মহাকুস্তের সাফল্যে অনেক মানুষ অবদান রেখেছেন, আমি ভারত, উত্তরপ্রদেশ এবং প্রয়াগরাজের জনগণকে ধন্যবাদ জানাই। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমি লালকেল্লা থেকে ‘সবকা সাথ সবকা বিকাশ’-এর গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলোম। মহাকুস্তের আকারে সমগ্র বিশ্ব ভারতের মহিমা দেখেছে। আমরা মহাকুস্তে একটি জাতীয় জাগরণ প্রত্যক্ষ করছি, যা নতুন সাফল্যকে অনুপ্রাণিত করবে, এটি আমাদের শক্তি নিয়ে সর্বদেহ পোষণকারীদের উদ্ভূত জবাবও দিয়েছে।

কারণ কবর অথবা সামাধিসৌধ ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা ভাঙা ঠিক নয়ঃমায়াবতী



লখনউ, ১৮ মার্চ : মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শ্ভাজিনগরের খুলদাবাদে মুঘল সম্রাট ওরঙ্গজেবের সামাধি অপসারণের দাবি তুলেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ইটিএপি) ও বজর দল। এই দাবিকে বিবে ক্রেমই ঘোরােলা হচ্ছে পরিস্থিতি, এমনতাবস্থায় সতর্ক করে দিলেন বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। মঙ্গলবার এঞ্জ মধ্যম মায়াবতী জানিয়েছেন, কারণ কবর অথবা সামাধিসৌধ ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা ভাঙা ঠিক নয়।মায়াবতী এঞ্জ হ্যাভেলে সতর্ক করে লিখেছেন, মহারাষ্ট্রে কারণ কবর অথবা সামাধিসৌধ ক্ষতিগ্রস্ত করা কিংবা ভাঙা সঠিক নয়, কারণ এতে সেখানে পারম্পরিক ভ্রাতৃত্ব, শান্তি এবং সংশ্রীতি নষ্ট হচ্ছে। সরকারের উচিত এই ধরনের অশান্তি উপাদানগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া, বিশেষ করে নাগপুরে, অন্যথায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে, যা ঠিক নয়।

নাগপুরের দুই স্থানে হিংসা ও সংঘর্ষ, কারফিউ জারি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে

নাগপুর, ১৮ মার্চ : দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ ও হিংসাত্মক ঘটনার জেরে অশান্ত হয়ে উঠল মহারাষ্ট্রের নাগপুর। গত সোমবার রাতে নাগপুরের দুই স্থানে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। প্রথমে নাগপুরের মচল এলাকায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়, এরপর নাগপুরের হংগাপুরী এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে, হংগাপুরী এলাকায় আগুনে পড়ে দেওয়া হয় বইক ও গাড়ি।হিংসাত্মক ঘটনার প্রেক্ষিতে নাগপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কারফিউ জারি করা হয়েছে। নাগপুরের পুলিশ কমিশনার ডঃ রবিন্দর কুমার সিঙ্গল বলেছেন, নাগপুর শহরের কেতোরায়ালি, গণেশপেঠ, লাকদগঞ্জ, পাচাপাওলি, শাহিনগর, সাকরদারা, নন্দবাবন, ইমামঝোদা, যশোধরা নগর এবং কপিট নগর থানার সীমানায় কারফিউ জারি করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই কারফিউ বলব থাকবে।হংসাপুরী এলাকা-এর একজন স্থানীয় লোকান্দার বলেছেন, রাত ১০.৩০ মিনিট নাগাদ আমি আমার দোকান বন্ধ করছিলাম। হঠাৎ দেখি লোকজন গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। আমি যখন আগুন নেভানোর চেষ্টা করি, তখন আমাকে পাথর দিয়ে আঘাত করা হয়। আমার দু’টি গাড়ি এবং কাছাকাছি পার্ক করা একটি কয়েকটি গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

ভারতে মুদ্রাস্ফীতি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রবণতা

নয়াদিল্লি (পিআইবি), ১৮মার্চ : ভোগ্যপণ্যের মুদ্রাস্ফীতির হার ২০১৫ সালের গত ফেব্রুয়ারি মাসে সাত মাসে সর্বনিম্ন ৩.৬ শতাংশ - মূলত, শাকসব্জির দাম কমার কারণে। খাদ্য ও জ্বালানীর হিসেব বাদ দিয়ে মুদ্রাস্ফীতির হার (কোর ইনফ্লেশন) ১৪ মাসের মধ্যে এই প্রথম ৪ শতাংশ পেরিয়ে গেল, পৌঁছেলো ৪.০৮ শতাংশে। শিল্পোপাদনের হার বোচ্ছে, ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে আইআইপি-র বৃদ্ধি ৫.০ শতাংশ, শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে মুদ্রাস্ফীতি বেশি। আমদানীকৃত পণ্যের মুদ্রাস্ফীতির হার ২০২৪ সালের জুনের ১.৩ শতাংশ থেকে ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারিতে দাঁিয়েছে ৩১.১ শতাংশ - মূলত, তেল ও মূল্যবান ধাতুর দাম বৃদ্ধির কারণে। ২০২৫-এ-রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মূল সুদের হার অন্তত ৭.৫ বেসিস পয়েন্ট কমাবে

বলে অনুমান। বাণিজ্যিক সংস্থা গুলির কাজকর্মে গতি অব্যাহত।স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অর্থনৈতিক গবেষণা বিভাগের তৈরি ইকোফাথ প্রতিবেদনে ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারিতে ভারতের সার্বিক অর্থনৈতিক চালচলি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, মুদ্রাস্ফীতির হার অনেকটাই কমছে।ভোগ্যপণ্যের মুদ্রাস্ফীতির হার ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারিতে ৭ মাসে সর্বনিম্ন ৩.৬ শতাংশে পৌঁছেছে। খাদ্য ও পানীয়ের মুদ্রাস্ফীতির হার কমে দাঁড়িয়েছে ৩.৮৪ শতাংশে। শাকসব্জির ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির হার ২০ মাসে এই প্রথম ঋণাত্মক পর্যায়ে। তবে, ফলমূলের ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির হার ১০ বছরে সর্বোচ্চ ১৪.৮ শতাংশে পৌঁছেছে।সামগ্রিকভাবে মুদ্রাস্ফীতির হার কমলেও খাদ্য ও জ্বালানী বাদ

দিয়ে মুদ্রাস্ফীতির হার (কোর ইনফ্লেশন) ১৪ মাস পর ৪ শতাংশ পেরিয়েছে, তা পৌঁছেছে ৪.০৮ শতাংশে। এই কোর ইনফ্লেশন দীর্ঘ মেয়াদে মোটামুটি একই প্রবণতা বজায় রাখে।ভোগ্যপণ্যের মুদ্রাস্ফীতির হার ২০২৫ সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে ৩.৯ শতাংশ হবে বলে অনুমান।সামগ্রিকভাবে ২০২৬ অর্থবর্ষে মুদ্রাস্ফীতির হার ৪.০ থেকে ৪.২ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মূল সুদের হার অন্তত ৭.৫ বেসিস পয়েন্ট কমাতে পারে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।স্টেট ব্যাঙ্কের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, ১২টি রাজ্যে প্রাণীমু মুদ্রাস্ফীতির হার জাতীয় স্তরের তুলনায় বেশি। ১০টি রাজ্যে শহরঞ্চলে মুদ্রাস্ফীতির হার জাতীয় স্তরের তুলনায় বেশি।মুদ্রাস্ফীতির সবচেয়ে বেশি

ভারত ও নিউজিল্যান্ড সম্প্রসারণবাদে নয়, উন্নয়নের নীতিতে বিশ্বাসীঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : ভারত ও নিউজিল্যান্ড সম্প্রসারণবাদে নয়, উন্নয়নের নীতিতে বিশ্বাসী। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমরা উভয়ই মুক্ত, উন্মুক্ত, সুরক্ষিত এবং সমৃদ্ধ ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে সমর্থন করি। আমরা সম্প্রসারণবাদ নয়, উন্নয়নের নীতিতে বিশ্বাস করি। ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় উদ্যোগে যোগদানের জন্য নিউজিল্যান্ডকে আমরা স্বাগত জানাই। গত সোমবার দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও নিউ জিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুঙ্কন। প্রধানমন্ত্রী মোদী



ও নিউ জিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুঙ্কনের মধ্যে এদিন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। এছাড়াও প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনাও করেছে তারা। পরে প্রধানমন্ত্রী

মোদী এবং নিউ জিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুঙ্কন দুই দেশের মধ্যে চুক্তি বিনিময় প্রত্যক্ষ করেছেন।চুক্তি বিনিময়ের পর হায়দরাবাদ হাউসেই যৌথ সাংবাদিক

সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, সন্ত্রাসবাদীর ব্যাপারে আমাদের একই মতামত। ২০১৯ সালের ১৫ মার্চ ক্রাইস্ট চার্চে সন্ত্রাসী হামলা হোক অথবা ২৬১১ মুম্বই হামলা, কোনও ভাবেই সন্ত্রাসবাদ অগ্রহণযোগ্য। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। আমরা সন্ত্রাসী, বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং চরমপন্থী উৎপাদনগুলির বিরুদ্ধে একসঙ্গে কাজ করব। নিউজিল্যান্ডে ভারত-বিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে আমরা আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। আমরা নিশ্চিত যে এই অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আমরা নিউজিল্যান্ড সরকারের সহায়তা পাব।

নাগপুরের ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, উদ্বেগ প্রকাশ



শান্তিপূর্ণ রাখা উচিত। পুলিশের ওপর হামলা প্রসঙ্গে ফ ডানবিস বলেছেন, পুলিশের উপর আক্রমণ সহ্য করা হবে না, কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।নাগপুরের হিংসা প্রসঙ্গে মঙ্গলবার বিধানসভায় বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস। তিনি আরও বলেন, নাগপুরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজর দল বিক্ষোভ করেছে। গুজব ছড়িয়েছে যে, ধর্মীয় বিষয়বস্তু সম্বন্ধিত জিনিসপত্র পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এটি একটি সুপরিচালিত আক্রমণ বলে মনে হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার অনুমতি কারও নেই।অন্যদিকে,মহারাষ্ট্রের নাগপুরে হিংসাত্মক ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বললেন মহারাষ্ট্র বিজেপির সভাপতি চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে। মঙ্গলবার নাগপুরের হিংসাত্মক ঘটনার সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, গত সোমবার নাগপুরে যে ঘটনাটি ঘটেছে তা দুর্ভাগ্যজনক। মুখ্যমন্ত্রী

নাগপুরের জনগণকে শান্ত করার জন্য সর্বাঙ্গিক চেষ্টা চালাচ্ছেন। এই ঘটনায় ৬৪ জন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছে। ৪০-৪৫টি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৪-৫ জন সাধারণ নাগরিকও আহত হয়েছেেন। মহারাষ্ট্র সরকার রাজ্যের সকল স্থানে শান্তি নিশ্চিত করার জন্য সর্বাঙ্গিক চেষ্টা চালিয়েছে।চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে আরও বলেছেন, এই হিংসা কীভাবে শুরু হয়েছিল, তা জানতে পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে। পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ কিন্তু বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এই ঘটনার কথা বলা সোশ্যাল মিডিয়া আর্কাইভস্টগুলি ট্রাক করা হচ্ছে। এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে না হতে, তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা সর্বাঙ্গিক চেষ্টা চালাছি। আমরা এই ঘটনার পিছনে থাকা ব্যক্তিদের খুঁজে বের করব। আমি জনগণের কাছে পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করার আবেদন করছি। সমস্ত সম্প্রদায়ের উচিত এই ধরনের

একনাথ শিভের

ঘটনার পিছনে থাকা ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা। আমরা সকলকে এমন বিবৃতি না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি যা পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ করতে পারে। শাসক দল এবং বিরোধী দলের কর্তব্য হল পরিবেশ শান্ত রাখা নিশ্চিত করা।অন্যদিকে মহারাষ্ট্রের নাগপুরের পরিস্থিতি এখন শান্তিপূর্ণ ও নিয়ন্ত্রণে, মঙ্গলবার এমনটাই দাবি করলেন নাগপুরের পুলিশ কমিশনার। সোমবারের সংঘর্ষ ও হিংসাত্মক ঘটনা সম্পর্কে নাগপুরের পুলিশ কমিশনার ডঃ রবীন্দ্র সিংলব বলেছেন, নাগপুরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবং শান্তিপূর্ণ। ৫০ জনেরও বেশি লোকজনকে আটক করা হয়েছে। আমরা সরকারি সম্পত্তির ক্ষতিকারীদের চিহ্নিত করছি।পুলিশ কমিশনার আরও বলেছেন, এই ঘটনায় ৩৩ জন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। পুলিশ ভালো কাজ করেছে। যাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রাসঙ্গিক ধারা প্রয়োগ করা হবে। নাগপুরে পুলিশ এবং বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। নাগপুরেরে কিছু অংশে কারফিউ জারি করা হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা যাতে আরার না ঘটে সেজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে একটি বৈঠক করা হবে বলে জানান।

কোকড়াঝাড়ে অল বোরো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন(এবিএসইউ)-র ৫৭ তম বার্ষিক সম্মেলন

বলেন, একটা সময় ছিল, যখন আলোচনা হত অপরিহতা, গভগোল এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ নিয়ে। কিন্তু, এখন আলোচনা সরে গেছে শিক্ষা, উন্নয়ন এবং শিল্পে।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার এবং অসম সরকার বোরোয়াল্যান্ডের উন্নয়নে ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। যদিও এই অঞ্চলের লোকসংখ্যা মাত্র ৩৫ লক্ষ। তিনি এও বলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর আমলে বোরো ভাষা সংবিধানের অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও, শোনিতপুর এবং ব্রহ্মনাথ জেলাকে নিয়ে বিটিআর অঞ্চলের সম্প্রসারণ করা হয়েছে।তরী অমিত শাহ বলেন বলে, বিটিআর-এ শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হবে।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ বলেন, ১২ শতাংশ পূর্ণ করেছে। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার আত্মীয় দু বছরে তুর্জির ১০০ শতাংশ রূপায়ণ করবে। তারপরে, বিটিআর-এ শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হবে।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ বলেন, বিটিআর শান্তি চুক্তি অনুযায়ী সরকার ২০২২-এর পয়লা এপ্রিল সম্রাট বিটিআর অঞ্চল থেকে অর্মড ফোর্সেস (সেপেশাল গাওয়ার্স) অ্যান্ড আফস্সা প্রত্যাহার করেছে। তিনি এও উল্লেখ করেন যে, ভারত সরকারের ‘ডিসিউটি, ওয়ান প্রোভিউ’ (ওডিওপি) কর্মসূচিতে কোকড়াঝাড়ের মার্শারুম যা বোরোল্যান্ডের মার্শরুম বলে পরিচিত, তা এখন দিল্লির হোটেলের মেনুতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বোরোল্যান্ডে শান্তির জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই শান্তির কারণে বোরোল্যান্ড ডুরান্ত কাপ প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছে। ২০৩৬-এ ভারতে অলিম্পিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে জানিয়ে তিনি বোরোল্যান্ডের আখিলিটদের প্রস্তুত হওয়ার আবেদন জানান।শ্রী অমিত শাহ বলেন বোরোল্যান্ডের এক ডজনরে বেশি জমিন জিলাই ট্যাগ প্রয়োজে ফলে, সমগ্র বিটিআর এলাকা জুড়ে ক্রমশ পিল্লের আবহাওয়া তৈরি হচ্ছে। তিনি

দিল্লিতে রুবেন ও রাজনাথের সাক্ষাৎ, চর্চা একাধিক বিষয়ে



নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : নেদারল্যান্ডসের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রুবেন ব্রেকেলম্যানস মঙ্গলবার দিল্লিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেছেন। দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে তাদের মধ্যে কথা হয়েছে। এই সাক্ষাতের পর রাজনাথ সিং নিজের এক হ্যাভেলে জানিয়েছেন, নতুন দিল্লিতে নেদারল্যান্ডসের তরুণ ও গতিশীল প্রতিরক্ষামন্ত্রী রুবেন ব্রেকেলম্যানসের সঙ্গে দেখা করতে পেরে আনন্দিত। আমরা ভারত-নেদারল্যান্ডস প্রতিরক্ষা সহযোগিতার সম্পূর্ণ পরিসর পর্যালোচনা করেছি। আমরা আমাদের প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বকে আরও গভীর ও উন্নত করার জন্য মুগ্ধে আছি। আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে প্রতিরক্ষা, সাইবার নিরাপত্তা, ইন্দো-প্যাসিফিক এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো উদীয়মান প্রযুক্তি।

দিল্লির উন্নয়নই লক্ষ্য, এজন্য শাসক ও বিরোধী উভয়ই প্রয়োজনীয়ঃরেখা গুপ্তা



নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : দিল্লির উন্নয়নই প্রধান লক্ষ্য, আর এই উন্নয়নের জন্য শাসক ও বিরোধী উভয়েই প্রয়োজনীয়। জোর দিয়ে বললেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। তিনি বলেছেন, দিল্লির জনগণ আমাদের যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা অমেক বড় বিষয়। প্রতিটি সেকেন্ড গুরুত্বপূর্ণ। বিধানসভাকে সম্মান করা আমাদের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিতলা মঙ্গলবার দিল্লির নবনির্বাচিত বিধায়কদের জন্য দিল্লি বিধানসভায় দু’দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের উদ্বোধন করেছেন।এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, দুই দিনের এই ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বিধানসভার নতুন শিক্ষা ও পদ্ধতির উপর আলোকপাত করা হবে, যাতে সভায় শান্তিপূর্ণ কাজ ও আলোচনা নিশ্চিত করা যায়। লক্ষ্য হল দিল্লির উন্নয়ন করা। তিনি আরও বলেন, প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান এবং তা সঠিকভাবে ব্যবহার এবং সম্মান করা উচিত। রেখা গুপ্তা বলেন, দিল্লির জনগণ অনেক আশার সঙ্গে আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান এবং সঠিকভাবে কাজে লাগানো এবং সম্মান করা উচিত। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য দিল্লির অগ্রগতি, এখন যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ রয়েছে তা আগামী পাঁচ বছরেও একইরকম থাকা উচিত। উন্নয়নের পথে শাসক দল এবং বিরোধী দল উভয়ই প্রয়োজনীয়।

মহাকুস্ত নিয়ে দুই মিনিট কথা বলার সুযোগ দেওয়া উচিত বিরোধীদেরঃপ্রিয়ান্কা গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : মহাকুস্তের প্রতি বিরোধীদেরও আবেগ আছে, তাই দুই মিনিট কথা বলার সুযোগ দেওয়া উচিত, এমনটাই মন্তব্য করলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়ান্কা গান্ধী। মঙ্গলবার মহাকুস্ত নিয়ে লোকসভায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনার পর সংসদের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রিয়ান্কা বলেছেন, তিনি (প্রধানমন্ত্রী) মহাকুস্ত সম্পর্কে আশাবাদীভাবে কথা বলছিলেন, বিরোধীদেরও তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল, কারণ বিরোধীদেরও মহাকুস্ত-এর প্রতি আবেগ আছে এবং আমরা নিজেদের প্রকাশ করলে তাঁদের কানোও সমস্যা হওয়ার কথা ছিল না। বিরোধীদেরও দুই মিনিট কথা বলার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।

ওবিসি মামলায় সময় চাইল রাজ্য, আর্জি মঞ্জুর করল সুপ্রিম কোর্টও

কলকাতা, ১৮ মার্চ : অন্যান্য অগ্রগতর শ্রেণি (ওবিসি)-র সর্মক্ষণের বিষয়ে নতুন নতুন করে সীমাক্ষী শুরু হয়েছে। কতরা ওবিসি তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য, তা যাচাই করা হচ্ছে। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে এমনটাই জানিয়েছে রাজ্যরাজ্য সরকারের আইনজীবী কপিল সিবল শীর্ষ আদালতে জানান, হাই কোর্টের নির্দেশ মতো নতুন করে সর্মীক্ষা করা হয়।এর পরে শীর্ষ আদালত জানিয়ে দেয়, জুলাই মাসের পরে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। তবে নতুন সর্মীক্ষা রাজ্যকে তিন মাস সময় দিল শীর্ষ আদালত। বিচারপতি বিহার গবই বলেন, একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা

থেকে আমরা একটু স্বস্তি পেলাম।মঙ্গলবার সিবলের আর্জি শুনে বিচারপতি বিহার গবই জানতে চান, রাজ্যের নতুন করে সর্মীক্ষা করা নিয়ে অন্য পক্ষের কোনও আপত্তি রয়েছে কি না। তাতে রাজ্যের আইনজীবী জানান, অন্য পক্ষের আপত্তি থাকার কথা নয়। কারণ অন্য পক্ষের আবেদনই ছিল যাতে ওবিসি শংসাপত্র সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন করে সর্মীক্ষা করা হয়।এর পরে শীর্ষ আদালত জানিয়ে দেয়, জুলাই মাসের পরে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। তবে নতুন সর্মীক্ষা রাজ্যকে তিন মাস সময় দিল শীর্ষ আদালত। বিচারপতি বিহার গবই বলে জানিয়ে দিয়েছেন বিচারপতি।

সরকারি ব্যাঙ্কগুলি ২.২৭ লক্ষ কোটি টাকা ঋণের টাকা আদায় করেছেঃনির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি দুই লক্ষ ২৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ঋণ আদায় করেছে, মঙ্গলবার এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সিংহমান্য। এদিন রাজ্যসভায় উত্তর দিতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, ২০২২-২৩ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ঋণ আদায় ৬৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি পর্যায়ে পৌঁছেছে। তিনি জোর



দিয়ে বলেন, ঋণ খেলাপিরা এর পরিণতি থেকে রেহাই পায় না এবং ঋণ আদায় একটি চলমান প্রক্রিয়া।

২১-২৩ মার্চ বিহারের একাধিক জেলায় বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সতর্কবার্তা

পাটনা, ১৮ মার্চ :পাটনা অবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় রাজ্যের বেশিরভাগ জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ থেকে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। তবে ২১ থেকে

২৩ মার্চের মধ্যে বিহারের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিপাত ও বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ২৩ মার্চ বজ্রপাত ও ভাৱী বৃষ্টির সময় সতর্ক থাকা এবং নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

দুরন্ত বার্তা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ মার্কিন জাতীয় গোয়েন্দা অধিকর্তা তুলসী গাবার্ডের

নয়াদিল্লি (পিআইবি), ১৮মার্চঃমার্কিন জাতীয় গোয়েন্দা অধিকর্তা তুলসী গাবার্ড আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী গতমাসে ওয়াশিংটন ডিসি সফরে রপ্টপতি ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত কার্যকরী আলোচনার কথা উল্লেখ করেন।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে তুলসী গাবার্ডের সঙ্গে তাঁর আলোচনার কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রতিরক্ষা, ক্রিটিকাচর প্রযুক্তি, সন্ত্রাস প্রতিরোধ সহ বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে সহযোগিতার বাতাবরণ শক্তিশালী করা নিয়ে তিনি গুরুত্বপূণ ভূমিকার পালন করছেন বলে জানান।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয়বারের জন্য ট্রাম্প রপ্টপতি হওয়ার পর ভারতে প্রথম উপপ্রায়ের তুলসী গাবার্ডের এই সফরের গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী রপ্টপতি ট্রাম্পকে তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এ বছরের শেষে ভারত সফরে এলে তাঁকে স্বাগত জানাতে মুগ্ধিরে রয়েছেন ১৪০ কোটি ভারতবাসী।

আবহাওয়া

বিস্তেই গরম বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রোদের তেজও। তবে রুটি দুই তিন দিনের হতে পারে। আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের জেলা গুলিতে আগামী দুই থেকে তিন দিন সর্বনিম্ন অথবা সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় তেমন হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তার পরের দু’দিনে তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি কমতে পারে। উত্তরবঙ্গেও আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।মহানগরী কলকাতায় ফের নামল নূন্যতম তাপমাত্রা, মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৭ ডিগ্রি বেশি। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বসন্তের আমেজ অনুভূত হলেও, মহানগরীতে গরম অনুভূত হচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও গরম বেশ ভাবেই টের পাওয়া যাচ্ছে। আপাতত কটোরও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।জোয়ার-সকাল৮ টা ৫০ মিনিট ৫৫৫ রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল৮ টা ৫০মিনিট এবং রাত ৫টা ৫৭মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৪৫মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৫ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,বুধবার, ইংরেজীঃ১৯ মার্চ ২০২৫, ৫৩৮ চৈতন্যক, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ ৪ চৈত্র, চান্দ্রঃ৫ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাব্ব, ২৫৬৮ বুধান্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩ চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিতিলঃ২ চৈত্র ১৯৪৬,মৈত্রেয় লমতা, আসামঃ১ চৈত্র, মুসলিমঃ৪-রমজান-১৯৪৬ ইহুদীপূর্ণ্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৭ঃ ৪২ এবং অন্তঃরাত্রি ০৫ঃ৩৮ঃ ৪৫।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৮ঃ৪২ঃ ৫২(৪) এবং অন্তঃরাত্রি ১০ঃ২০ঃ ৬৬(৪)।শুক্র পক্ষ /তিথিঃপঞ্চমী (পূর্ণা) রাত্রিঃ ০৫ঃ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫ঃ৫১এ পর্যন্তক্ষঃভরণী কাল ঘ ০৭ঃ৭ঃ৪৬ দং ৩২ঃ২৭এ পর্যন্ত পরে কৃত্তিকাকরণঃবালব রাত্রিঃ০৭ঃ ৫৯ঃ৫০ দং ৩৫ঃ৫১ পর্যন্ত করে কৌলবযোগঃইহুদা অমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ১৮ঃ০০ থেকে - ১০ঃ৩৪ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০২ঃ৩১ঃ৫৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ১৮ঃ৫৮ থেকে - ০৪ঃ৫২ঃ০৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৩৮ঃ৫১ থেকে - ০৬ঃ৮ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ ৫৫ঃ৫৪ থেকে - ১১ঃ২৩ঃ৪১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫১ঃ২৯ থেকে - ০৬ঃ৩০ঃ০০ পর্যন্ত।কুলিববেলাঃ দিন ১১ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০১ঃ ৪৫ঃ১০ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ ১১ঃ৫৭ থেকে - ০১ঃ০৪ঃ১৩ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ২৫ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৫ঃ৩০ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১১ঃ৫৫ঃ৭ থেকে - ০২ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।কলঃরাত্রিঃ ০৭ঃ১১ঃ৩৬ থেকে -০৮ঃ৪৪ঃ৩৫ পর্যন্ত।গ্রহঃকুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ ১০ঃ১০ঃ৫২ (২৫) ১ পদ চন্দ্রঃ ০২ঃ৫৪ঃ ২ (২) ৪ পদমঙ্গলঃ ২২ঃ২২ঃ৪৯ (৭) ১ পদবৃধঃ ১১ঃ২৬ঃ৪ (২৬) ১ পদবৃক্ষপতিঃ ১১ঃ৮৭ঃ১৯ (৪) ২ পদশুক্রঃ ১১০ঃ৪৬ঃ২ (২৬) ২ পদশনিঃ ১০ঃ১৪ঃ০২ (২৫) ২ পদরহুঃ ১১৬ঃ১৪ঃ৫ (২৬) ১ পদকৈতুঃ ৫৬ঃ১৪ঃ৫ (১২) ৩ পদশুক্র বক্রিঃলাগ্নঃকুন্ত রাশি সকাল ০৬ঃ ৩০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৮ঃ০১ঃ৪৯ পর্যন্ত। মেঘ রাশি সকাল ০৯ঃ৪২ঃ২২ পর্যন্ত।বৃষ রাশি সকাল ১১ঃ৪০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০১ঃ৫৪ঃ০৬ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৪ঃ০৯ঃ৪৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৬ঃ২১ঃ ০৯ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ ৩৬ঃ১৯ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত ১০ঃ ৪৫ঃ১৭ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ০১ঃ৪৪ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ০৬ঃ৩২ পক্ষা মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৩ঃ২৫ পক্ষা

গঙ্গায় রুই কাতলা বাটা ও মৃগেল মাছের চারা পোনা ছেড়ে ৭৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন সিফ্রীর

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৮ মার্চ : গঙ্গায় রুই, কাতলা, বাটা ও মৃগেল মাছের চারা পোনা ছেড়ে ৭৯ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হলো ব্যারাকপুরে ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অধীন কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য অনুসন্ধান সংস্থায়। সোমবার এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের অধীন আর কে এম ডি ই আর আই এর উপাধ্যক্ষ স্বামী পূর্ণানন্দজি মহারাজ,সি এস আই আরের অধীন যাদবপুরের আই আই সি বি র নির্দেশক ডু ভিভা ট্যান্ডন,আই সি এ আর -সি এম এফ আর আই কোচির প্রাক্তন অধ্যাপক ডু গোপালাকৃষ্ণন, কোলকাতা আটারির নির্দেশক উদ্ভূদীপ দে, সুন্দরবনের কুলতলি মিলন তীর্থ সোসাইটির সম্প্রদায় লোকমান মোল্লা সহ আরো অনেকে।এদিন সুদীর্ঘ ৭৮ বছরের কাজ কর্মের খতিয়ান পেশ করেন প্রতিষ্ঠানের নির্দেশক ড : বসন্ত কুমার দাস।১৯৪৭ সালের ১৭ই মার্চ এই প্রতিষ্ঠানের পথ চলা শুরু হয়। এখনো পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের তিনজন বিজ্ঞানী পদ্মশ্রী সম্মানে



সারা ভারতবর্ষের খোলা জলে মাছ চাষের বৃদ্ধির জন্যে ভূয়সী প্রশংসা করেন।লোকমান মোল্লা প্রত্যন্ত সুন্দরবনের প্রান্তিক ও দুর্গত মানুষের জীবন জীবিকার মানের

উন্নতিতে সিফ্রি র কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন।বিগত ৭ বছর ধরে কুলতলি মিলন তীর্থ সোসাইটির সক্রিয় সহযোগিতায় সিফ্রির যেভাবে সম্প্রবনের ঘূর্ণি ঝড় বিধ্বস্ত দুর্গত মানুষের পাশে থেকে

ভারতবর্ষের খোলা জলের মাছের বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে ডঃ প্রদীপ দে বলেন, আজ বিশ্বে ভারতকে অন্তর্দেশীও খোলা জলে মাছ উপাদনে এক নম্বর স্থানে পৌঁছে দেবার জন্যে সিফ্রির বিজ্ঞানীরা যে নিরন্তর পরিশ্রম করে চলেছেন তা আর বলাব অপেক্ষা রাখে না। স্বামী পূর্ণানন্দজি মহারাজ এদিন বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও আধ্যাত্মিক জীবন শৈলীকে একত্রিত করার জন্যে সিফ্রির বিজ্ঞানীদের আহবান করেন। মাছ চাষের মধ্যে দিয়ে জীব সেবাকে এগিয়ে নিতে যাবার জন্যে সবাইকে অনুরোধ করেন তিনি।এদিন সকালে গঙ্গা পূজেনা ও গঙ্গায় রুই, কাতলা, বাটা, ও মৃগেলের চারা পোনা ছেড়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন স্বামী পূর্ণানন্দজি মহারাজ। শান্তির পায়রা উড়িয়ে সকলের শুভ কামনা করে স্বামীজি এই প্রতিষ্ঠানের সকলের নিজেদের আরো বেশি করে মানব কল্যাণ মুখী কাজে ব্যাপ্ত থাকার আহবান জানান। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বহু গবেষক ও কৃষক উপস্থিত ছিলেন।

জয়নগরের বহু প্রাচীন রাধাবল্লভ মন্দিরের চাঁচড়ের মূল আকর্ষণ অসময়ের কদম ফুল ফোটা

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৮ মার্চ : জয়নগর মন্ডিলপুর ইতিহাসের অনেক সাক্ষী বহন করে চলেছে।জয়নগর বহু প্রাচীন দোল উৎসবে মেতে উঠছে জয়নগর সহ আশেপাশের এলাকার মানুষ জন। জয়নগরের শেষ তথা মূল দোলাটি হয় জয়নগরের সর্বপ্রাচীন রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ রাধাবল্লভজীউকে কেন্দ্র করে।এটি বসন্তরায়ের গৃহদেবতা বলে কথিত। মগ দস্যুরা একবার বসন্তরায়ের বাড়িতে ডাকাতি করতে এসে এই বিগ্রহটিকে বহুমূল্যবান মনে করে চুরি করে নিয়ে যায়। নদীর খাড়ির মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় এটি কাঠের বোধ হলে তাঁরা নৌকা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বনের মধ্যো। শৃগালের দল তা মনুষ্যদেহ ভেবে টেনে নিয়ে যায় আরও দূরে। পরদিনের সকালে বসন্তরায়ের আত্মীয় তথা জয়নগরের জমিদার মধুসূদন মিত্র গিয়ে তাঁদের পুরোহিত রত্নেশ্বর সরখেলকে নিয়ে বিগ্রহ উদ্ধার করে জয়নগরে তাঁর জমিদারিতে প্রতিষ্ঠা করেন। মিত্রগঙ্গার পাড় ধরে উত্তরে এসে মিত্রগঞ্জের বাজার থেকে ডানদিকে গেলে রাধাবল্লভতলা। সামনে প্রশস্ত অঙ্গনে সুবৃহ দোলমালা। পেরিয়ে দু-পা গেলে মন্দিরের সিংহদুয়ার। তারপর সুদৃশ্য এক নাটমঞ্চ। জগমোহন থেকে স্পষ্ট দৃশ্যমান প্রাঞ্জুড়ানো যুগল মূর্তি। এই বিগ্রহটি নিমকাঠের। ১লা বৈশাখ গোষ্ঠ এবং ফাল্গুনী পূর্ণিমার পঞ্চমীতে দোল ও ন-দিনের মেলা মূল উৎসব। প্রতিবছর মিত্ররা নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন সরখেলদের বাড়িতে। দোলের আগের রাতে চাঁচড়ে বিগ্রহ গর্ভগৃহে থেকে দালানে আনার জন্য। এরপর যুগলবিগ্রহ চতুর্দোলায় চাপিয়ে শোভাযাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয় শেখের দিঘির পাড়। সেখানে কীর্তন এবং নৃত্যের সঙ্গে মেড়াপোড়ানোর অনুষ্ঠানে চলে রঙিন আভস



ভক্তরা দলে দলে গিয়ে শ্রীবিগ্রহকে আবারে রাঙান এবং প্রতি প্রহরে বিগ্রহে দোল দিয়ে আসেন। সন্ধ্যার মুখে বিগ্রহ নামিয়ে আনা হয় মূল মন্দিরে। বিগ্রহ হিসেবে শ্যামসুন্দর জীউ জয়নগরের সবচেয়ে শ্রৌী। ১লা বৈশাখ গোষ্ঠে আশপাশের গ্রামগুলোর বনেদি বাড়ির প্রাচীন বিগ্রহগুলো নিমন্ত্রিত হন। এদিন বিকাল থেকে মিত্রদের গোপীনাথ, দণ্ডন্তের রাধারাম, গোপালজীউ, পোড়াদের গোপীবল্লভ,ঘোষ

বাড়ির রঘুনন্দন, উগুর দুর্গাপুরের শ্যামসুন্দর জীউ ও বনমালীপুরের মদনমোহন একে একে বিচিত্র সজ্ ও শোভাযাত্রা সহযোগে উপস্থিত হন। প্রতিবছর এই পঞ্চম দোল ও তাঁর আগের দিনের চাঁচর উৎসব দেখতে বহু দূর দূরান্ত থেকে

রবি জীবনে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

কৌশিক দাস : প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাসাহিত্যিক ছোটগল্পকার ও উপন্যাসিক। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্র জীবনিকার হিসেবে খ্যাতি পেয়েছেন তিনি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ রা ফেব্রুয়ারি পূর্ব বর্ধমানের ধাত্রীগ্রামে মাল্ডাল্লায়ে। তার পৈতৃক নিবাস ছিল হুগলির গুড়াপো। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রভাতকুমার জামালপুর হাই স্কুল থেকে এন্ট্রাস এবং পাটনা কলেজ থেকে এফ.এ ও ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে বি.এ.পাশ করেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে আইন পড়তে বিলেত যান এবং ব্যারিস্টারি পাশ করে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফেরেন। তখন থেকেই ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দার্জিলিং, রংপুর, গয়া প্রভৃতি স্থানে আইন ব্যবসায় নিযুক্ত থাকেন। নাইটের রাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়ের উৎসাহে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে মানসী ও মর্মবাণী পত্রিকার সম্পাদনা করতে শুরু করেন। পরে এই মহারাজেরই প্রচেষ্টায় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন এবং অমৃত্যু ছাত্রোৎসাহ প্রদানকারী লিও থাকেন। ছাত্রোৎসাহ ‘ভারতী’ পত্রিকায় কবিতা রচনার মাধ্য দিয়ে প্রভাতকুমারের সাহিত্য জীবনের শুরু। পরে গদ্য রচনায় হাত দেন। ‘শ্রীমতী রাধামণি দেবী’ ছদ্মনামে লিখে কুলশীলের প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। এক বার ‘শ্রীজানোয়ারচন্দ্র শর্মা’ ছদ্মনামে তার রচিত নাকক ‘সুস্মলোম পরিণয়’ মর্মবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রদীপ, প্রবাসী ও ভারতী পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। তার রচিত ২৪ টি উপন্যাস ও মোট ১০৮ টি গল্প নিয়ে ১২ টি গল্প-সংকলনের সমগ্র

আছে বাংলা সাহিত্যে। তার প্রথম উপন্যাস ‘রামসুন্দরী’ ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ধারাবাহিক ভাবে ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ‘রত্নদীপী’। এটি নাট্য ও চলচ্চিত্ররূপে জনপ্রিয় হয়েছে। সরল ও অনাবিল হাস্যরসের গল্পলেখক হিসাবে প্রভাতকুমার সমধিক প্রসিদ্ধ। সাধারণ আটপৌরে জীবনের লঘু ও দুর্বল দিকগুলো হাস্যরসে পরিনেশিত হয়েছে। বাঙালি জীবনের সুখ ও দুঃখের জীবন দোলার ছন্দে ছন্দময় হয়ে সার্থক হয়েছে। তার লেখা গল্প পড়ে রবীন্দ্রনাথ অভিভূত হয়ে এক চিঠিতে তাকে লিখেছিলেন – তোমার গল্পকে ভাবি ভালো। হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকের পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিতেছে, কোথাও কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই।প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ছিলেন। ১৯০৯ সালে, প্রভাতকুমার ১৭ বছর বয়সে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন, যিনি তাকে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগদানের জন্য অনুরোধ করেন। শান্তিনিকেতনের সাথে তার আজীবনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রভাতকুমারের জন্য এই জগদ্বাণী ছিল শান্তি ও প্রশান্তির এক আবাসস্থল। তিনি জানতেন না যে, তার ভাগ্য আছে আরও বড় দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত করছিল যা একটি ফলপ্রসূ জীবন এবং বৃহত্তর একবার আর্থিক করণে প্রভাতকুমার শান্তিনিকেতনের চাকরি ছেড়ে কলকাতার সিটি কলেজে



জন্ম এবং ইংরেজি শেখানোর জন্য কাউকে দরকার। আপাতত, আমি শিক্ষকতা করছি কিন্তু আমার শিক্ষাদানের ধরণ কঠিন। আমি কাউকে আমার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে চাই। আমি অপরিচিত কাউকে এসে কাজটি গ্রহণ করতে বলার মতো আত্মবিশ্বাসী নই, তাই আমি ত্রিমার কথা বলছি। তুমি যদি তোমার স্ত্রীর সাথে এখানে আসতে পারো, তাহলে আমি তোমাকে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে পারি। সাহিত্যজীবনের শুরুতে প্রভাতকুমার কবি হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথই তাকে দোলা লিখতে উৎসাহিত করেন। দুজনে বাংলাসাহিত্যে সমকালীন হলেও রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি আর প্রভাতকুমার সফল ও দক্ষ গদ্যকার। প্রভাতকুমারের স্ত্রী ছিলেন সুধাময়ী দেবী। গুরুদেবের চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে তিনি শান্তিনিকেতনে

ফিরে আসেন, তালা, মজুদ এবং পিপা। তিনি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের দায়িত্ব নেন এবং ইতিহাস ও ভূগোলও পড়াতেন। তিনি একজন গভীর পণ্ডিত এবং লেখক ছিলেন যিনি বইয়ের মাঝে তার শান্তিপূর্ণ জীবন পছন্দ করতেন। তিনি বিশ্বের অন্যতম বহুদল প্রচাবিদ সিলভান লেভির (১৮৬৩ - ১৯৩৫) খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন, যিনি বিশ্বভারতীর প্রথম ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন এবং এই দুজনের মধ্যে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক ছিল। প্রভাতকুমার তাঁর কাছ থেকে চীনা এবং তিব্বতি ভাষা শিখেছিলেন এবং সেই ক্ষেত্রে গবেষণায় নিযুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথের বেশিরভাগ ছোটগল্পবিদ্যে যেখানে সন্ধান প্রসূত, প্রভাত কুমারের লেখা কল্পনাময় বস্তুসমূহে নিষ্ঠাবান। প্রভাতকুমার তার গল্পে ভাব-উচ্ছ্বাস হ্রাস করে তুলে ধরছেন দৃষ্টান্তে বাস্তবসত্যকে। যা মানুষের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন নিজের শৈল্পিকগুণে ভুলে ধরছেন পাঠকের কাছে। সুন্দর জীবনব্যয়ের কারণেই রবীন্দ্রনাথের কাল থেকে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা পেতে প্রভাতকুমারের এতটুকু বেগ পেতে হযনি। বিচিত্রমুখী গল্পের জন্য তিনি বেশিরভাগে জড়িত ছিলেন। তাঁর কাঙ্কের জন্য তিনি অনেক পুরস্কারে ভূষিত হন ১৯৬৫ সালে, তিনি দেশিকোত্তম সম্মানে ভূষিত হন। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট ডিগ্রি প্রদান করে। ১৯৮১ সালে তিনি পদ্মভূষণে ভূষিত হন। তিনি একবার লিখেছিলেন, আমি আমার জীবনের মূলধন নষ্ট করিনি। সত্য, তিনি কখনও করেননি। কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৫ ই এপ্রিল, মাত্র ৫৯ বসর বয়সে প্রয়াত হন।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ ট্রেন



গোরক্ষপুর, ১৮ মার্চ : হোলি উৎসব উপলক্ষে রেল যাত্রীদের নির্বিঘ্নে যাতায়াত নিশ্চিত করবে রেলওয়ে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ ট্রেন চালানে হচ্ছে। এই বিশেষ ট্রেনগুলিতে, ১৮ মার্চ, ২০২৫ দুপুরে বার্থসিটের প্রাপ্যতা নিম্নরূপ।- ২৬ মার্চ, ২০২৫ তারিখে গোরক্ষপুর থেকে ছেড়ে যাওয়া ০৫০০৫ গোরক্ষপুর-অমৃতসর বিশেষ ট্রেনের জন্যএসি ৩ ক্লাসে ৮০টি বার্থ পাওয়া যায়।- ০৫১১৩ হাওড়া-আনন্দ বিহার টার্মিনাল স্পেশাল ট্রেন ২৬ মার্চ, ২০২৫ তারিখে হাওড়া থেকে ছেড়ে যাবে। এসি দ্বিতীয় শ্রেণিতে ২৫ জন, এসি তৃতীয় শ্রেণিতে ১০৬ জন এবং স্লিপার শ্রেণিতে ১০৬ জন২৬১টি বার্থ খালি আছে।- ০৫০২৩ গোরখপুর-খাতিপুরা স্পেশাল ট্রেন ২৬ মার্চ, ২০২৫ তারিখে গোরখপুর থেকে ছেড়ে যাবে। এসি ফাস্ট ক্লাসে ০৮ জন, এসি সেকেন্ড ক্লাসে ৪৭ জন এবং এসি থার্ড ক্লাসে ৩৯৮টি বার্থ খালি আছে।- ৩০ মার্চ, ২০২৫ তারিখে গোরক্ষপুর থেকে ছেড়ে যাওয়া ০৫০২৩ গোরক্ষপুর-খাতিপুরা স্পেশাল ট্রেনের জন্যএসি ফাস্ট ক্লাসে ১৭ জন, এসি সেকেন্ড ক্লাসে ৫৬ জন এবং এসি থার্ড ক্লাসে ৫৬ জন। ৫১৩টি বার্থ খালি আছে।- ০৫৩০১ মাউ-আম্বালা ক্যান্ট স্পেশাল ২০ মার্চ, ২০২৫ তারিখে মাউ থেকে ছাড়বে।

রাজ্য সরকার পার্শ্বশিক্ষকদের স্বীকৃতি ও সম্মান দিতে যেসব পদক্ষেপ করেছে তা যুগান্তকারী : শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ মার্চ : সমকালে সম বেতনের নীতি প্রযোজ্য না হলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে রাজ্য সরকার পার্শ্বশিক্ষকদের স্বীকৃতি ও সম্মান দিতে যেসব পদক্ষেপ করেছে তা যুগান্তকারী। বিধানসভায় আজ আই এস এক বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু একথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, স্বাী ও পার্শ্ব শিক্ষকদের মধ্যে বৈষম্য দূর করতে সরকার একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০১৫ সালে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে পার্শ্ব শিক্ষকদের বেতন কাঠামো চূড়ান্ত করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী তাঁরা বছরে ৬ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির সুযোগ পাচ্ছেন তাদের প্রতিভেট ফান্ড ও সরকারি স্বাস্থ্য বিমার আওতায় আনা হয়েছে। পার্শ্ব শিক্ষকদের অবসরকালীন প্রাপ্য ও লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। ৬০ বছর বয়স হলে তাঁরা এককালীন ওই টাকা পাচ্ছেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, পার্শ্ব শিক্ষকরা ছুটি সহ অ্যান্য সব সুযোগ সুবিধাই পাচ্ছেন। মহিলা শিক্ষিকাদের জন্য মাতৃকৃকালীন ছুটি বা মটরনিটি লিভও চালু করা হয়েছে।

জয়নগরে যত্রতত্র অটো স্ট্যান্ড গজিয়ে ওঠায় সমস্যায় সাধারণ মানুষ থেকে স্কুল পড়ুয়ারা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর ্য়নগর মোটে গলি রাস্তা জুড়ে যত্রতত্র অটো স্ট্যান্ড গজিয়ে ওঠায় বা.ছে যানজট।আর এসব দেখেও নীরব পুলিশ প্রশাসন। এমনই চলছে জয়নগর মন্ডিলপুর পুরসভা এলাকায়। অভিযোগ, বারংবার পুলিশকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। যদিও বারুইপুর পুলিশ জেলার এক আধিকারিক বলেন, বিষয়টি দেখা হচ্ছে।অন্য দিকে জয়নগর মন্ডিলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার বলেন,পুলিসকে বলছি বিষয়টি ভালো করে দেখার জন্য।জয়নগর মন্ডিলপুর স্টেশন থেকে বেরিয়ে ৮ নং ওয়ার্ডের কাঁসারি পাা ঢেকার মুখে গলির মধ্যে রাস্তা দখল করে দাঁিয়ে থাকে একাধিক অটো। আবার এই রাস্তা ধরে কিছুটা



পথচারীদের সমস্যায় পাত্তে হয়, তেমনই স্কুল পু্যাদেরওভোগান্তি হয়। গলি রাস্তা ধরে অ্যানুলেপ করে রোগী নিয়ে হাসপাতালে যেতে

হিমশিম খেতে হয়। ভুক্ত ভোগী বাসিঃদারা বলেন, এটা প্রতিদিনের সমস্যা।অটো চালক দের গাি় সরিয়ে নিতে বললে তাঁরা হুমকি দেন। মূল রাস্তাতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে দাঁিয়ে থাকা সিভিক ভার্ভাটিয়ার দের বলা হলোও তাঁরাও গুরুত্ব দেয়না।কবে এই সমস্যা মিটেব,কেউ বলতে পারে না।স্থানীয় অভিভাবকরাও বলেন, অটোচালকদের আগে একবার রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আবার তাঁরা স্ট্যান্ড করে নিয়েছে। পুলিশের সঙ্গে যোগসাজসের জন্যই এই অবস্থা।অবিলম্বে অটো স্ট্যান্ড রাস্তা থেকে সরানোর দাবি করে হয়েছে প্রশাসনের কাছে।তবে এ্যাপারেন্টে অটো ইউনিয়ন থেকে শ্রীযুই অটোগুলো সরানোর ব্যবস্থা করা হবে বলে জানানো হয়।

পূর্বস্থলীতে কচুরিপানা থেকে হস্তশিল্প তৈরি শিখতে ১০ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু

প্রসেনজিৎ দেবনাথ,পূর্বস্থলী, ১৮ মার্চ : পূর্বস্থলী ১ র্লকের সমুদ্রগড় পাঞ্চায়েতের অন্তর্গত কোবলা এলাকায় কচুরিপানা থেকে হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরি করার জন্য একটি ১০ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। এই শিবিরের উদ্বোধন করেন জেলা খাদি আধিকারিক মানস গোস্থামী, বিডিও সঞ্জয় সেনাপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক সহ আরও অনেকে। প্রথম ধাপে ২০ জন স্থনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাকে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষক হিসেবে বড়কাবলা এলাকার রাজু বাগ মহিলাসেরকে কচুরিপানা থেকে হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরির কলা শেখানো। এই প্রশিক্ষণটি খাল বিল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে শুরু হয়েছে, এবং কচুরিপানা থেকে হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরি করার জন্য



প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী এই উদ্যোগের জন্য প্রথম থেকেই উৎসাহী ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে কচুরিপানা থেকে শিল্প তৈরি করার চিন্তা আজ বাস্তব রূপ নিয়েছে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে মহিলারা শুধু হাতে কলমে শিল্প তৈরির কলা

শিখছেন, পাশাপাশি এটি তাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার দিকে এক বড় পদক্ষেপ। আশা করা হচ্ছে, আগামী দিনে আরও ধাপে ধাপে আরও স্থনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, যাতে তারা নিজস্বের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারে এবং স্থানীয় অর্থনীতিতে একটি বড় পরিবর্তন আনতে সহায়ক হতে পারে।



All Bengal Doctors Association of BioChemic Medicines এর সভাপতি ডাঃ শ্যামাপদ চৌধুরী এবং সম্পাদক ডাঃ মর্টুলাল ভট্টাচার্য এবং টালা ফ্রেনশ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ রণব্রেন্দ্র বলভত, চোয়াড়া কৃষ্ণগোপাল সেনগুপ্ত, সম্পাদক- অনুজিত কুমার নান, সহবিশিষ্ট ব্যাক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এই শিবিরে ৭৫ জনকে পরিষেবা দেওয়া হয় ।

গঙ্গাসাগরে সংশ্লিষ্ট এলাকার ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই, হেরিটেজের তকমায় না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ মার্চ : আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার আইন মেনে দক্ষিন ২৪ পরগনারা গঙ্গাসাগরে সংশ্লিষ্ট এলাকার কোন ঐতিহাসিক গুরুত্ব না থাকায় তারা হেরিটেজের তকমা দেওয়া যাবে না বলে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে। আজ লোকসভায় তৃনমূল কংগ্রেস সাংসদ মালা রায় এবং আর আনা এক প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং সেখাওয়াত জানান গঙ্গাসাগর কোনভাবেই এই আইনের ধারায় আসে না। সেই কারণে গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলা বা হেরিটেজের তকমা দেওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন চিন্তাভাবনা নেই বলে তিনি জানান। উল্লেখ্য গঙ্গাসাগর কে জাতীয় মেলার স্বীকৃতির দাবিতে রাজ্য সরকার বারোবাইেই সরব হয়েছে।



রবীন্দ্রচর্চায় নীরব সাধক ত্রিদিব ব্রহ্মাকে স্বীকৃতি পবিত্র সরকারের

অশোক সেনগুপ্ত, কলকাতা, ১৮ মার্চ : রবীন্দ্রচর্চায় নীরব এক সাধককে স্বীকৃতি দিলেন প্রবীন সরকার। সামাজিক মাধ্যমে এ ব্যাপারে তাঁর মন্তব্য জানিয়েছেন পবিত্রবাবু। প্রতিক্রিয়ায় বহু উন্মোচনগরিক প্রণাম জানিয়েছেন দুজনকেই। তিনি লিখেছেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বাঙালির সিদ্ধিদাতা গণেশ। কিন্তু কেন বাঙালি, কতজন বাঙালি এই ‘সিদ্ধি’ পায় বা সিদ্ধি সন্ধান করে তা বলা দুষ্কর। তবু কিছু বাঙালি আছে যাদের রবীন্দ্র-সন্ধান কখনও শেষ হয় না। তাঁরা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-গবেষক নাও হতে পারেন, হয়তো উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু রবীন্দ্র-স্মৃতি বহন করছেন, কিন্তু তা-ই তাদের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক ঋণেই বন্ধন তৈরি করে দিয়েছে। এই রকম একজন মানুষ ত্রিদিব ব্রহ্মা। তাঁর দাদু ও মা শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক ছিলেন, এই উত্তরাধিকারটুকু সয়ল করেই

তিনি লিখে চলেছেন সম্পূর্ণ এক রবীন্দ্রজীবনী, ‘রবি থেকে রবীন্দ্রনাথ’।



চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার পাল, সম্প্রতি বিজন ঘোষাল, এবং বাংলাবিশ্বের আহমদ রফিকের কাজের উপস্থিতি তাঁকে দমাতে পারনি, তিনি নিজের একটি আদর্শ খাড়া করে লিখে চলেছেন খণ্ডে খণ্ড এই বই। তাঁর সংকল্প, ত্রিদিব ব্রহ্মা। তাঁর দাদু ও মা শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক ছিলেন, এই উত্তরাধিকারটুকু সয়ল করেই

খণ্ডটি উন্মোচনের সুযোগ দিয়ে অযোগ্য আমাকে তিনি সম্মানিত করলেন। প্রপিক্রিয়ায় তিনি জানান, কেন জানি না, এ বইয়ের প্রকাশক জোটেনি, লেখক নিজেই প্রকাশ করে চলেছেন। তাঁর ফোন ৬৩৬৯২ ৫৫৬২৩। জবাবে ত্রিদিব ব্রহ্ম লিখেছেন, মাননীয় স্যারের প্রেরণায় আমার এই গ্রন্থের পথ চলা।। রবি থেকে রবীন্দ্রনাথ’ (দ্বিতীয় খন্ড) উদ্বোধন করে উনি আমাকে কৃতজ্ঞতার জালে আবদ্ধ করেছেন। সুস্থ শরীরে ওনার সাদা চঞ্চলতা কামনা করি। প্রণাম জ্ঞাপন করি।

স্ট্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন, পরে স্বামীও আত্মঘাতী

দূরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৮ মার্চ : স্ট্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করার আত্মঘাতী স্বামীও। পূর্ব মেদিনীপুরের মন্দারমনি কোস্টাল থানার পিছাবনি সলপল রামচন্দ্রনগর গ্রামে এই ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতদের নাম ভাস্কর গিরি (৫০) ও দুর্গারানি গিরি (৪২)। ভাস্কর পানের ব্যবসা করতেন বলে জানা গেছে। তাঁর পুত্র ও কন্যা সন্তান রয়েছে। তাঁদের সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। রামচন্দ্রনগরে একই সঙ্গে থাকতেন ভাস্কর, তাঁর স্ত্রী, পুত্র, বউমা ও নাতি। সোমবার ওই এলাকাতে দোল উপলক্ষ্যে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল। সেই অনুষ্ঠান দেখতেই গিয়েছিলেন ভাস্করবাবুর পুত্র, বউমা ও নাতি। যদিও বাড়িতে একা ছিলেন ভাস্করবাবুর স্ত্রী দুর্গারানি। অভিযোগ রাতেই মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফেরেন ভাস্করবাবু। তারপরেই স্ত্রীয়ের সঙ্গে তার বচসা হয়। সেই বচসা চলাকালীনই আমরুকাই দুর্গারানিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাতে থাকেন তিনি। যার ফলে মৃত্যু হয় দুর্গারানির। মেঝেতে মৃতদেহ ফেলে রেখে, স্ত্রীর শাড়ি সিলিং ফ্যানে জড়িয়ে আত্মহত্যা করেন ভাস্করবাবু। একটু রাতের দিকে বাড়িতে এসে ভাকাডাকি করে মৃতের ছেলে। কিন্তু কোনও সাড়া পায়নি। পরে জানলা দিয়ে সে বাবাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। তখনই থানায় খবর দেয়। পরে পুলিশ এসে দরজা ভেঙে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, পারিবারিক অশান্তির জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে।

পথ দুর্ঘটনায় শিশুমৃত্যু, প্রতিবাদে টোল প্লাজায় ব্যাপক ভাঙচুর-বিক্ষোভ

দূরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৮ মার্চ : বাবার সঙ্গে স্কুলে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ছেলের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল উজেকনা বীরভূমের মুরারই থানা এলাকায় ক্ষোভে টোল প্লাজায় ব্যাপক ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা। অশুভ ধরিয়ে দেওয়া হয় পাথর খাদানের অফিসে। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। জানা গেছে, বীরভূমের মুরারই থানা এলাকার বটতলা মোহরা পুর অঞ্চলের বাসিন্দা নাইকি হাঁসদা। মঙ্গলবার সকালে ৬ বছরের ছেলে নাজেস হাঁসদাকে স্কুলে দিতে যাচ্ছিলেন তিনি। রাজগ্রাম থেকে পাহাড়ের রাস্তার দিকে যাওয়ার পথে সন্তোষপুরে ঘটে দুর্ঘটনা। সন্তোষপুরে রাস্তার পাশে একটি গ্যারাজ রয়েছে। ওই গ্যারাজে একটি ডাম্পনার জগ দিয়ে উপরে তোলা ছিল। শোনা যাচ্ছে, ওই ডাম্পনারটি বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেই ছিল। নাইকি ও নাজেস যাওয়ার সময় কোনওভাবে ডাম্পনারটি তাঁদের উপর পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ছোট্ট নাজেসের। নাইকির চিকিৎসা চলছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। উত্তেজিত জনতা দুর্ঘটনাস্থলের পাশে থাকা টোল প্লাজায় রীতিমতো ভাঙচুর চালায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, দিনের পর দিন পাথরের ভটবারোলাড়িং করা গাড়ি যাওয়ার ফলে রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তার জেরে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে বলেই দাবি এলাকাবাসীদের। এদিনের শিশুমৃত্যু স্থানীয় ক্ষোভ উসকে দেয়। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশবাহিনী। ইতিমধ্যেই খবরে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

গ্রাম বাংলায় আজও প্রচলিত চৈত্র সংক্রান্তি ও শিবের গাজন

দূরন্ত বার্তা, ১৮ মার্চ : চৈত্র সংক্রান্তিতে অর্থাৎ বাংলার নববর্ষের আগের দিন চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। যা মূলত শিবের গাজন উৎসবের অঙ্গ। চড়ক পূজা চৈত্র সংক্রান্তিতে অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষ দিনে পালিত হয়। এ পূজার বিশেষ অঙ্গের নাম নীল পুজো। পূজোর আগের দিন চড়ক গাছটিকে গুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়। এতে জলভরা একটি পাত্রে শিবের প্রতীক শিবলিঙ্গ বা শিপুর মূর্তি লগ্না কাঠের তক্তা রাখা হয় । যা পূজারীদের কাছে বুড়ো শিব নামে পরিচিত। এই পূজোর আগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঢাক বাজিয়ে অর্থ বা চাল ডাল সংগ্রহ করেন ভক্তরা। এবং মূল পূজোর দিনেই এই সমস্ত জিনিসপত্র ঢাকা- পয়সা ব্যবহার করা হয়। আজও গ্রাম বাংলার বিভিন্ন জায়গার মানুষেরা এই পুজো অত্যন্ত ভক্তি সহকারে করে থাকেন আর তাই শহর বা গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় এসে এসে এই সমস্ত অর্থ চাল ডাল সংগ্রহ করে এবং মূল পূজার দিন তা কাজে লাগায় । তবে সেই রীতি অনেকটা কমে গেলোও এখনো শহরের বিভিন্ন জায়গায় ভক্তদের লক্ষ্য করা যায়। যারা মূলতঃ ঢাক নিয়ে এই সমস্ত জিনিসপত্র সংগ্রহ করে থাকেন।

সুন্দরবনের আন্তর্জাতিক জলসীমানার উপরে অতিরিক্ত নজরদারির সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ১৮ মার্চ : বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী দুই চরিশ পরগনার সুন্দরবনের আন্তর্জাতিক জলসীমানার উপরে অতিরিক্ত নজরদারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাহিনীর এস এস বির ডিজি দলজিত সিং চৌধুরী সম্প্রতি দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করছেন। এরপরেই অনুপ্রবেশ ও নাশকতামূলক কাজকর্ম রুখতে ভারত বাংলাদেশ ৬৮ কিলোমিটার দীর্ঘ আন্তর্জাতিক জলপথে যেন কোনসময় অরক্ষিত না থাকে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রয়োজনে আধুনিক সরঞ্জাম নিয়ে এই জলপথে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েনের কথা বলা হয়েছে।

বাল্য বিবাহ রোধে সচেতনতা শিবির জামালপুর ২ পঞ্চায়েতে

সৃজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ মার্চ : পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের অন্তর্গত জামালপুর ২ নং পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বাল্য বিবাহ নিয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হল মঙ্গলবার। পঞ্চায়েত অফিসের মিটিং রুমে করা হয় এই অনুষ্ঠান। ২ নং পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জামালপুর



গার্লস হাই স্কুল, কালনা কাঁসরা হাই স্কুল সহ এলাকার ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী মেয়েরা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে। মূলতঃ ১৮ বছরের আগে বিবাহ করা কোনো উচিত নয়, কি কি ক্ষতি হতে পারে সেই বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি ভুতনাথ মালিক, পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেদু খান, জয়েন্ট বিডিও, সি ডি পি ও জামালপুর গার্লস হাই স্কুলের দুই শিক্ষিকা জেলা বি ও আই সি চাইল্ড প্রটেকশন ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায়, প্রধান মিঠু পাল সহ অন্যান্যরা। মেহেমুদ খান এদিন উপস্থিত ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন বাল্য বিবাহ কমাতে এই ধরনের আলোচনা সভা যথেষ্ট কার্যকরী হবে। এই মর্মে আমাদের শপথ নিতে হবে কোনো মতেই ১৮ বছরের নিচে মেয়েদের বিবাহ আমরা কেউ দেবো না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মেয়েদের শিক্ষার জন্য কতরকমের স্কলারশিপ, কন্যাশ্রী প্রকল্পের ব্যবস্থা করেছেন, সেই সুযোগ সকলেরই নেওয়া উচিত। প্রধান মিঠু পাল বলেন যাতে তার পঞ্চায়েত বাল্য বিবাহ কমানতেই না হয় সেই জন্য তারা এই আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন। তিনি আশাবাদী উপস্থিত মেয়েরা তাদের কন্যারত্নরা নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।

হাজার হাজার বিধা ধান- ভুট্টা- মাখনা চাষে ক্ষতির আশঙ্কা

হরিশচন্দ্রপুর সহ মহকুমা জুড়ে রমরমিয়ে চলছে জাল সারের ব্যবসা, প্রচারিত হচ্ছে চাষীরা



দূরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ মার্চ : মহকুমা জুড়ে রমরমিয়ে চলছে জাল সারের ব্যবসা। চাষীদের প্রচারিত করে মুনাকা লাভ করছে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী। হাজার হাজার বিধা ধান মাখনা ভুট্টা চাষে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা কৃষিকাজের আবার সেই জাল সার বাংলা থেকে চলে যাচ্ছে বিহারে। সেখানেও বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে। প্রশাসনিক অভিযানে জাল সারের পর্দা ফাঁস হওয়ার পর এমনটাই অভিযোগ করেছে চাষীরা। ঘটনায় লেগেছে

তীরন্দাজ প্রাপ্তির ঝুলিতে চার চারটি জাতীয় পদক, বীরভূমের (গৌরব) আন বান শান প্রাপ্তি

দূরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৮ মার্চ : মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে বীরভূমের বোলপুরের তীরন্দাজ প্রাপ্তি বটব্যালের ঝুলিতে চার চারটি জাতীয় পদক। রাজ্যের প্রথম সারির চারজন খ্যাতনামা তীরন্দাজ জয়লৈ সরকার, বাসন্তী বর্মন, রুমা বিশ্বাসের সঙ্গে এক নিম্নাঙ্গে উচ্চারিত প্রাপ্তি বটব্যালের নাম। যারা তীরন্দাজী পরিবারের সঙ্গে যুক্ত তারা এক ডাকে প্রাপ্তিকে চেনে। গত বছর জাতীয় স্তরে খেলো ইণ্ডিয়া হয় বোলপুরে। সেখানে প্রাপ্তি তৃতীয় রান্ন করে। সম্প্রতি ৫ দিনের ব্যবধানে দু’দুটি জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় রান্ন করে সে। প্রাপ্তি জানাই, পুরীতে সাব জুনিয়র প্রতিযোগিতায় সে দ্বিতীয় রান্ন করে। এবং ঝাড়গ্রামে ওপেন ট্র্যু অলে সকল স্তরের আন্তর্জাতিক মানের তীরন্দাজদের সঙ্গে লড়াই করে রৌপ্য পদক ছিনিয়ে আনে। সেখানে পনেনোর বছরের প্রাপ্তি তিরিশ বছরের আন্তর্জাতিক মানের রেখ্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো খেলোয়াড়ের সঙ্গে তাকে লড়তে হয়। তার কোচ তাপস কুমার হাজরা এই ওপেন ট্র্যু অল প্রতিযোগিতায় রৌপ্য পদক লাভের কৃতিত্বকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে দেশের হয়ে প্রতিনিষ্ঠিত্ব করা এখন প্রাপ্তির জন্য শুধু সময়ের অপেক্ষ। প্রাপ্তির লক্ষ্য দেশের প্রতিনিষ্ঠিত্ব করা এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে স্বর্ণ পদক প্রাপ্তি। সে জানায়, বীরভূমে প্রশিক্ষণ শিবির থেকে প্রতিযোগিতা করে, বীরভূমের গৌরব প্রাপ্তি প্রাপ্তি বটব্যাল বোলপুরের নায়েক বাজারে বাড়ি। বোলপুরের শৈলবাল বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীতে সে পড়ে। বাবা কৌমিক বটব্যাল এবং মা সুকলা বটব্যাল ছাড়াও দিদি শ্রেণেরা তার কাছে বাস্তবে আরেক শ্রেণের। দিদিকে দেখেই সে হয়। তবে সে চায় স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় প্রশিক্ষণ

জিরিবাম-ইম্ফল রেলওয়ে লাইন প্রকল্প পরিদর্শনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জিএম



মালিগাঁও, ১৮ মার্চ : জিরিবাম-ইম্ফল নতুন লাইন প্রকল্পটির জিরিবাম-খোসাং সেকশনের প্থানুপপৃথ্ভাবে পরিদর্শন করলেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর)-এর জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব, ১৮ মার্চ ২০২৫ তারিখে। জিরিবাম-খোসাং সেকশনটি ৫৫.৩৬ কিমি জুড়ে সেন্ট্রাল রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের অংশ হিসাবে মণিপুরে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করার একটি অভিন্ন অঙ্গ। প্রাথমিক ভাবে এই সেকশনটি ২০২২-এর সেপ্টেম্বরে খোলা হয়েছিল। বর্তমানে এখানে খোসাং পর্যন্ত

নিয়মিত ভাবে পণ্যবাহী ট্রেন পরিষেবা চালু রাখা হয়েছে। এই পরিষেবার মাধ্যমে আবশ্যকীয় সামগ্রী বহন করা হয়। পরিদর্শন করার সময় জেনারেল ম্যানেজার পরিকাঠামো সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধাগুলিকে বিস্তারিত ভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেন। যেগুলির মাধ্যমে এই সেকশনে ট্রেন

চলাচলের সুরক্ষাকে নিশ্চিত করা যায়। যেমন, টানেল, সেতু, ট্র্যাক ও সিগন্যালিং ব্যবস্থা। বিভিন্ন

স্টেশনে সুরক্ষা সম্পর্কিত কাজে নিয়োজিত কর্মীদের সঙ্গেও মত বিনিময় করেছেন জেনারেল ম্যানেজার এবং মুখ্য প্রত্যাশনগুলি নিয়ে বিশেষ খোলা বসেছেন। যেমন, ট্র্যাকে ক শক্তিশালী করে

পর্যটন কেন্দ্র তাজপুরে রমরমিয়ে চলছে বেআইনি হোটেল নির্মাণ

দূরন্ত বার্তা, তাজপুর, ১৮ মার্চ : সমুদ্রের উপর অধৈম নির্মাণ। পর্যটন কেন্দ্র তাজপুরে রমরমিয়ে চলছে বেআইনি হোটেল নির্মাণ। সমুদ্রের উপরে এই নির্মাণ চলছে বহাল তবিয়তে। প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা ও কোস্টাল রেগুলেটরি জোন আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই নির্মাণ হচ্ছে। দিনের আলোয় প্রকাশ্যে এই নির্মাণ চলছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে তাজপুরের বেআইনি নির্মানের সংখ্যা। মন্দারমনি উপকূল থানা অভিযান চালিয়ে দুজনকে আটক করেছে। সমুদ্রের উপর এই বেআইনি নির্মাণ কয়েক মাস ধরে কিভাবে চলছিল? এর পেছনে কাদের হাত রয়েছে? এমন একগুচ্ছ প্রশ্নে সরগরম পর্যটন কেন্দ্র তাজপুর। ২০১২ সালে প্রথম তাজপুরে এসে এখানকার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন মুখামন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন তাজপুরের সৈকতে দাঁড়িয়ে জেলা প্রশাসনের কর্তাদের ডেকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, তাজপুরকে তিনি আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চান। শুধু তাই নয়, তাজপুর সৈকতে বেআইনি নির্মাণ দিয়েও স্থানীয় প্রশাসনকে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু মুখামন্ত্রীর এই নির্দেশ সত্ত্বেও তাজপুরে বেআইনি নির্মাণ যেন রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাজপুরের স্থায়ী বাসিন্দাদের দাবি, ২০১২ সালে তাজপুরে হোটেল ছিল ১৯টি। এর মধ্যে ২০১৪ সালে ৪টি বেআইনি হোটেল ভেঙে দেয় প্রশাসন। অথচ ২০১৭ সালেই তাজপুরের হোটেলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১টি। আর এখন হোটেলের সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে। কোস্টাল রেগুলেটরি জোন আইনকে না মেনেই বেশির ভাগ হোটেল হচ্ছে বলে অভিযোগ। তাজপুরের নতুন সেতুর কাছে সমুদ্রের উপর এমন একটি বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বহিরাগত কিছু বনী ব্যক্তি এখানে স্থানীয় ঠিকাদারকে ধরে বেআইনি নির্মাণ চালিয়ে যাচ্ছে। সেই ঠিকাদাররাই তাজপুরে প্রোমোটারি রাজ চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ। এমন দুটি বেআইনি নির্মাণ আপাতত বন্ধ রাখার জন্য নোটিশ জারি করেছে রামনগর ১ ব্লক ভূমি দপ্তর। অবশ্য এর আগে বহুবার কোনো নোটিশ দিয়েছে এই ব্লক ভূমি দফতর। কোন সুফল মেলেনি। স্থানীয় মন্দারমনি উপকূল থানা হােনোতে এই বেআইনি নির্মাণ ধরে। বেশ কিছু নির্মাণ সামগ্রী বাজোয়াগু করেছে পুলিশ। তবে রামনগর ১ পঞ্চায়েত সমিতি থেকে এর জন্য কোনরকম অনুমোদন নেওয়া হয়নি। তাই এই পঞ্চায়েত সমিতিও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে।

হাজার হাজার বিধা ধান- ভুট্টা- মাখনা চাষে ক্ষতির আশঙ্কা

হরিশচন্দ্রপুর সহ মহকুমা জুড়ে রমরমিয়ে চলছে জাল সারের ব্যবসা, প্রচারিত হচ্ছে চাষীরা

সারের দোকান এবং তিনটি গোড়াউন সিল করে প্রশাসন। রুক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, কৃষি অধিকারী এবং পুলিশকে নিয়ে যান তদন্তে। যদিও তদন্ত চলাকালীন উঠেছিল অসহযোগিতার অভিযোগ। কারণ তিনটি গোড়াউন সিল হলেও আরো তিনটি গোড়াউনের তালা খুলে থাকা হয়নি দোকান কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে। পরে প্রশাসনিক আধিকারিকরা যেতেই সেই তিনটি গোড়াউনের তালা খুলে মজুত থাকা জিনিস পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছিল। অন্যদিকে জানা যায় সারের দোকানের মালিক রাশেদ আলীর ছেলে তৃণমূল নেত্রীর জমািহ। তারপরেই এই ঘটনার পর চাষীদের অভিযোগ হরিশচন্দ্রপুর সহ চাচল মহকুমার চাঁল, সামসি, রতুয়া বিভিন্ন এলাকাতেই চলছে জাল সারের চক্র। কৃষি কাজে যে সার প্রযোজন সেই সার দেওয়া হচ্ছে না। যার ফলে

সেনা জওয়ানের আকস্মিক মৃত্যু, শোকস্তব্ধ ফুলিয়া লালমারঠ এলাকা

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৮ মার্চ : ভারতীয় প্যারা কমান্ডে কর্মরত এক সেনা জওয়ানের আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় বাড়ছে রহস্যের দানা। মৃত সেনা জওয়ান কে গান স্যান্ডেটে শেষ বিদায় জানানো হলো শান্তিপুর শ্মশানে, আর ভারতীয় প্যারা কমান্ডে কর্মরত এক সেনা জওয়ানের আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় বাড়ছে রহস্যের দানাও। জানা যায় নদীয়ার ফুলিয়ার লালমারঠ এলাকার বাসিন্দা অরুণ বিশ্বাস ২০১২ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে প্যারা কমান্ডার হিসেবে যোগদান করে সে বর্তমানে জম্মু-কাশ্মীরে কর্মরত ছিলেন। সোমবার সকালে তার পরিবারকে জানানো হয় অরুণ বিশ্বাসের মৃত্যু হয়েছে, এরপরেই হতশ হয়ে পড়ে গোটা পরিবার। তারা ভাবতেই পাচ্ছেন না, ৩৪ বছর বয়সী একজন কর্মরত সেনা জওয়ানের কিভাবে মৃত্যু ঘটলো। তবে এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। মঙ্গলবার সকালে সেনা জওয়ান অরুণ বিশ্বাসের নিখর মৃতদেহে কফিনবন্দী অবস্থায় লালমারঠ গ্রামের বাড়িতে পৌঁছায়। এরপরেই গোটা গ্রামবাসীর চোখের কোনায় জল ছল ছল করে। সেনাবাহিনীর শেষকৃত্যের আগে গোটা গ্রাম যেন শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে। চোখের জলে শেষ বিদায় জানানো হয় তাকে। জানা গেছে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তাকে সম্মান জানানো হয়। যা এলাকাবাসীর জন্য অত্যন্ত আননোপ্রবণ মুহূর্ত ছিল বললেই চলে। দাদার মৃত্যুতে ভাই সূদীপ বিশ্বাসের কথায়, হঠাৎ যখন তাদের পরিবারে ফেনা আসে তখন তারা ভাবতেও পারিনি এই খবর শুনতে হবে তাদের, কিন্তু মৃত্যুর কারণ এখনো পর্যন্ত অজানা তাদের কাছে। অরুণ বিশ্বাসের কিভাবে মৃত্যু হল পরিবারকে জানানো হয়নি বিএসএফের তরফে। সূদীপ বিশ্বাস এও বলেন, গত দুর্গাপূজোর আগে শেষবারের জন্য বাড়িতে এসেছিল দাদা এরপর আবার ডিউটিতে যোগদান করে। বরাবরই খুব সাদামাটা মনের মানুষ ছিল, সহকর্মীদের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল দাদা অরুণ বিশ্বাসের। প্রত্যেকেই তাকে সম্মান করত। স্বভাবতই প্যারা কমান্ডার সেনাবাহিনীর আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় ক্রমশঃ বাড়ছে রহস্যের দানা। যদিও পরবর্তীতে মৃত সেনা জওয়ানের দেহ শান্তিপুর শ্মশানে নিয়ে আসা হলে আর্মি সম্মান দেওয়ার জন্য সেনা জওয়ানরা গান স্যান্ডুট দেয়।

লিকুইড মেডিক্যাল অক্সিজেন ব্যবস্থায় আত্মনির্ভর জলপাইগুড়ি মেডিকেল

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ মার্চ : শ্রীহই লিকুইড মেডিক্যাল অক্সিজেন ব্যবস্থায় আত্মনির্ভর হতে যাচ্ছে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। মঙ্গলবার দুপুরে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজের জন্য কর্তৃক সন্মিলন অক্সিজেন প্ল্যান্টের শেষ পর্যায়ের কাজ খতিয়ে দেখতে যান, মেডিক্যাল কলেজের এম এস ডি পি ডাঃ কল্যাণ খাঁ সহ অন্যান্য পদস্থ স্বাস্থ্য দফতরীয় অধিদপ্তর কর্মকর্তারা। অক্সিজেন প্ল্যান্টের ফিনিশিং টাচ পরিদর্শনের পর কল্যাণ খাঁ বলেন, এই অক্সিজেন

সমস্যা মেটোর আশায় আত্রেয়ি খাড়ির পশ্চিম পাড়ের বাসিন্দারা

দূরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৮ মার্চ : জল বাড়়া থেকে সমস্যা শুরু। জল নেনে যেতেই ভাঙতে শুরু করে বাড়িঘর। প্রতিবছর বর্ষার পর নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেতেই তাদের ঘরের মত বেশকিছু বাড়ি ভাঙ্গনের কবলে পড়বার পাশাপাশি বেশকিছু বাড়ি তলিয়ে যায় খাড়ির গর্ভে। বালুরঘাট শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া আত্রেয়ি খাড়ির পশ্চিম পাড়ের এই সমস্যা নতুন নয়। দীর্ঘদিন যাবৎ প্রায় শতাধিক বাড়ি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে এলাকার। দীর্ঘ সময় খাড়ি লাগোয়া বাড়িগুলিতে জল তুলে থাকায় জল নামতেই বাড়ি ভাঙতে শুরু করে। বর্ষাকালে জলস্তর নামতেই এলাকা জুড়ে ভাঙ্গনের ফলে খাড়ি সংলগ্ন জলবসতির ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে প্রতি বছর। বিশেষত খাড়ির ধারে গড়ে ওঠা এ কে গোপালন কনসোর্সি প্রায় পাঁচ হাজার পরিবার এই সমস্যায়া ভোগে সবথেকে বেশি।

ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার ১

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল এসওজি ও বাগডোগরা থানার পুলিশ। এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে হাতবদলের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে ছিল ওই ব্যক্তি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এসওজি ও বাগডোগরা থানার সাদা পোশাকের পুলিশ ওই ব্যক্তিকে তাল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে মোট ৫০৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে। ধৃতের নাম চমন আলী। ইসলামপুরের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। ধৃতকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। এই ঘটনায় আরো কে বা কারা জড়িত রয়েছে তার তদন্ত শুরু করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

বাঁকুড়ায় সারুল পুজোর প্রস্তুতি!

দূরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৮ মার্চ : প্রত্যন্ত জঙ্গলমহলে লাল পলাশের মাঝে পালিত হয় সারুল পুজো। এটি একটি আদিবাসী পর্ব। চারিদিকে ছেয়ে থাকে পলাশে। মিষ্টি রোদে লাল পলাশ এক অদ্ভুত দৃশ্য। এই দৃশ্যের মাঝে পালিত হয়ে গেছে বসন্ত উৎসব, এবার পালা আদিবাসী সারুল পুজোর। সুন্দর করে আদিবাসী মাটির বাড়িগুলি রং করা হয়। আগে ব্যবহার করা হত জৈব রঙ। ফুলের রেনুগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে এসে সেই রেনুগুলি থেকে তৈরি করা হত রং। তবে বর্তমানে জৈব অর্জের দুই রং মিশিয়েই কাজ চলে। বাঁকুড়ার খাতড়া একটি আদিবাসী বসন্ত উৎসব। এটি নতুন বছরের সূচনার প্রতীক। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের ৩য় দিন থেকে চৈত্র পূর্ণিমা পর্যন্ত তিন দিন ধরে এই উৎসব পালিত হয়।

ঝাড়খণ্ড থেকে মুরগি ও ডিম নিষেধাজ্ঞা

কলকাতা, ১৮ মার্চ : ঝাড়খণ্ডের পাকুরে বাউ ফ্লুর প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে থাকায় রাজ্য সরকার ওই শহর লাগোয়া এই রাজ্যের বীরভূম এবং মর্শিদাবাদ জেলার কসেকাটি গ্রামে ঝাড়খন্ড থেকে মুরগি এবং ডিম আমদানির উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। রাজ্যের এই প্যাকিডজি থেকে যেন কোন মুরগি বা ডিম ঝাড়খন্ডে না যায় সেই বিষয়েও প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গ্রামগুলিতে কোন মুরগি অসুস্থ হয়ে পড়লে সরকারি আধিকারিকদের কাছে তা দ্রুত জানানোর জন্য প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে গ্রামবাসীদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে
 টেজর বিজ্ঞপ্তি নং. ইএল/এইচডব্লিউএ/২৫/২১ (নোটিশ)/৬৫২, তারিখঃ ১৩.০৩.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিভারগ্রাম বিল্ডিং, হাওড়া রেলস্টেশনের নিম্নে, হাওড়া-৭১১০১ কর্তৃক নিম্নোক্ত নৈদুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেজর বিজপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে:ক্রম নং. ১ (১); টেজর নংঃ ইএল-এইচডব্লিউএ-২৫- ২১-৩৩৫৪-আর।১; কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ভবন, ফেয়ারলি রোসে অধি- নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিক সম্পদের আ পড়েৎকরণ; টেজর নং. ২ (২); টেজর নংঃ ইএল-এইচডব্লিউএ-২৫-২১-৩৩৫৪-আর।১; কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ভবন, ফেয়ারলি রোসে অধি- নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিক সম্পদের আ পড়েৎকরণ; টেজর নং. ৩ (৩); টেজর নংঃ ইএল-এইচডব্লিউএ-২৫-২১-৩৩৫৪-আর।১; কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ভবন, ফেয়ারলি রোসে অধি- নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিক সম্পদের আ পড়েৎকরণ; টেজর নং. ৪ (৪); টেজর নংঃ ইএল-এইচডব্লিউএ-২৫-২১-৩৩৫৪-আর।১; কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ভবন, ফেয়ারলি রোসে অধি- নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিক সম্পদের আ পড়েৎকরণ; টেজর নং. ৫ (৫); টেজর নংঃ ইএল-এইচডব্লিউএ-২৫-২১-৩৩৫৪-আর।১; কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ভবন, ফেয়ারলি রোসে অধি- নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিক সম্পদের আ পড়েৎকরণ; টেজর নং. ৬ (৬); টেজর নংঃ ইএল-এইচডব্লিউএ-২৫-২১-৩৩৫৪-আর।১; কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ভবন, ফেয়ারলি রোসে অধি- নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিক সম্পদের আ পড়েৎকরণ; টেজর নং. ৭ (৭); টেজর নংঃ ইএল-এইচডব্লিউএ-২৫-২১-৩৩৫৪-আর।১; কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ভবন, ফেয়ারলি রোসে অধি- নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিক সম্পদের আ পড়েৎকরণ; টেজর নং. ৮ (৮); টেজর নংঃ ইএল-এইচডব্লিউএ-২৫-২১-৩৩৫৪-আর।১; কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ভবন, ফেয়ারলি রোসে অধি- নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিক সম্পদের আ পড়েৎকরণ; টেজর নং. ৯ (৯); টেজর নংঃ ইএল-এইচডব্লিউএ-২৫-২১-৩৩৫৪-আর।১; কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ভবন, ফেয়ারলি রোসে অধি- নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিক সম্পদের আ পড়েৎকরণ; টেজর নং. ১০ (১০); টেজর নংঃ ইএল-এইচডব্লিউএ-২৫-২১-৩৩৫৪-আর।১; কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ভবন, ফেয়ারলি রোসে অধি- নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিক সম্পদের আ পড়েৎকরণ; টেজর নং. ১১ (১১); টেজর নংঃ ইএল-এইচডব্লিউএ-২৫-২১-৩৩৫৪-আর।১; কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ভবন, ফেয়ারলি রোসে অধি- নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিক সম্পদের আ পড়েৎকরণ; টেজর নং. ১২ (১২); টেজর নংঃ ইএল-এইচডব্লিউএ-২৫-২১-৩৩৫৪-আর।১; কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ভবন, ফেয়ারলি রোসে অধি- নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিক সম্পদের আ পড়েৎকরণ; টেজর নং. ১৩ (১৩); টেজর নংঃ ইএল-এইচডব্লিউএ-২৫-২১-৩৩৫৪-আর।১; কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ভবন, ফেয়ারলি রোসে অধি- নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিক সম্পদের আ পড়েৎকরণ; টেজর নং. ১৪ (১৪); টেজর নংঃ ইএল-এইচডব্লিউএ-২৫-২১-৩৩৫৪-আর।১; কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ভবন, ফেয়ারলি রোসে অধি- নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিক সম্পদের আ পড়েৎকরণ; টেজর নং. ১৫ (১৫); টেজর নংঃ ইএল-এইচডব্লিউএ-২৫-২১-৩৩৫৪-আর।১; কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ভবন, ফেয়ারলি রোসে অধি- নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিক সম্পদের আ পড়েৎকরণ; টেজর নং. ১৬ (১৬); টেজর নংঃ ইএল-এইচডব্লিউএ-২৫-২১-৩৩৫৪-আর।১; কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ভবন, ফেয়ারলি রোসে অধি- নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিক সম্পদের আ পড়েৎকরণ; টেজর নং. ১৭ (১৭); টেজর নংঃ ইএল-এইচডব্লিউএ-২৫-২১-৩৩৫৪-আর।১; কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ভবন, ফেয়ারলি রোসে অধি- নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিক সম্পদের আ পড়েৎকরণ; টেজর নং. ১৮ (১৮); টেজর নংঃ ইএল-এইচডব্লিউএ-২৫-২১-৩৩৫৪-আর।১; কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ভবন, ফেয়ারলি রোসে অধি- নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিক সম্পদের আ পড়েৎকরণ; টেজর নং. ১৯ (১৯); টেজর নংঃ ইএল-এইচডব্লিউএ-২৫-২১-৩৩৫৪-আর।১; কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ভবন, ফেয়ারলি রোসে অধি- নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিক সম্পদের আ পড়েৎকরণ; টেজর নং. ২০ (২০); টেজর নংঃ ইএল-এইচডব্লিউএ-২৫-২১-৩৩৫৪-আর।১; কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ভবন, ফেয়ারলি রোসে অধি- নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিক সম্পদের আ পড়েৎকরণ; টেজর নং. ২১ (২১); টেজর নংঃ ইএল-এইচডব্লিউএ-২৫-২১-৩৩৫৪-আর।১; কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ভবন, ফেয়ারলি রোসে অধি- নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিক সম্পদের আ পড়েৎকরণ; টেজর নং. ২২ (২২); টেজর নংঃ ইএল-এইচডব্লিউএ-২৫-২১-৩৩৫৪-আর।১; কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ভবন, ফেয়ারলি রোসে অধি- নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিক সম্পদের আ পড়েৎকরণ; টেজর নং. ২৩ (২৩); টেজর নংঃ ইএল-এইচডব্লিউএ-২৫-২১-৩৩৫৪-আর।১; কাজের নামঃ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ভবন, ফেয়ারলি রোসে অধি- নিরা

লাল বলের ক্রিকেটে ঘুরে দাঁড়াতে হলে রোহিতকে দায়িত্ব নিতে হবে সৌরভ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ মার্চঃ কয়েকদিন আগে টিম ইন্ডিয়াকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চ্যাম্পিয়ন বানিয়েছেন রোহিত শর্মা। এ বার জাতীয় দলের ডিউটি থেকে কয়েকদিনের বিরতি। এই সময়টায় চলবে আইপিএল। এরই মাঝে দেশের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন বর্তমান টেস্ট ও ওডিআই টিমের ক্যাপ্টেন রোহিত



শর্মার উপর। টেস্টে ভারতের বর্তমান অবস্থা দেখে খুশি নন মহারাজ। যে কারণে প্রশ্ন তুলেছেন। আসলে গত ৫ মাসে টিম ইন্ডিয়া ১০টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে। তাতে ভারতের জয় মাত্র ৬টিতে। রোহিতের নেতৃত্বে টিম ইন্ডিয়ার টেস্টে এই অবনতি দেখে সৌরভ খানিক অবাকের সুরে বলেছেন, “গত ৪-৫ বছরে লাল বলের ক্রিকেটে ওর পারফরম্যান্স আমাকে অত্যন্ত অবাক করেছে। ও অসাধারণ প্লেয়ার। আরও অনেক ভালো পারফর্ম করতে পারে ও। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যে ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ হবে, সেটা কটিন হতে চলেছে। অস্ট্রেলিয়ার মতোই কটিন হবে টেস্ট খেলা। বল সিমি পড়ে নড়াচড়া করবে। সুইং করবে। লাল বলে রোহিতকে তাই ভালো পারফর্ম করতে হবে। সাদা বলের ক্রিকেটে ও অন্যতম সেরা।” ভারতীয় টেস্ট টিম মেনে ঘুরে দাঁড়ায়, সেদিকে নজর দিতে হবে রোহিতকে। একধাই উল্লেখ করছেন মহারাজ। তিনি বলেন, “সাদা বলের ক্রিকেটে ভালরক যে উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে রোহিত, তা দেখে আমি একটুও অবাক নই। আমি জানি না ও টেস্ট ক্রিকেটে খেলা চালিয়ে বাবে কিনা, তবে এটা বলতে চাই লাল বলের ক্রিকেটে ঘুরে দাঁড়াতে হলে ওকে দায়িত্ব নিতে হবে। এই সময় লাল বলের ক্রিকেটে ভারত জলো জায়গায় নেই। আর আমার মনে হয় সেদিকে নজর দেওয়া উচিত।”

চিন্মাস্বামীতে বিরাট গর্জন

বেঙ্গালুরু, ১৮ মার্চঃ বিরাট এবং বেঙ্গালুরু। এই ভালোবাসা আটট। বেঙ্গালুরের চিন্মাস্বামী স্টেডিয়ামে কিং কোহলি নামা মানেই গ্যালারিতে বিরাট গর্জনা। আরসিবির আনবকিং অনুষ্ঠানেও এর অন্যাখা হল না। আইপিএলের মেগা অকশনের পর প্রতিটি স্কোয়ারডেই নানা বডরকমের বদল হয়েছে। আরসিবিতেও তাই। আইপিএলের শুরু থেকেই আরসিবিতে বিরাট কোহলি। এই জুটি এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। রয়্যাল চ্যালেন্জার্স বেঙ্গালুরু অবশ্য মরসুম শুরু করছে অ্যাগুয়ে ম্যাচ দিয়ে। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ১৮তম সংস্করণের উদ্বোধনী ম্যাচ। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের সামনে বিরাট কোহলিরা। এদিন আরসিবির আনবকিং অনুষ্ঠানে কোহলিরতে বিরাট গর্জন। কিং কোহলিও তাড়িয়ে উদ্বোধন করলেন সেই মুহূর্ত। সমর্থকদের জন্য বিশেষ উপহারও ছিল। স্মারক বলা দলের প্লেয়াররা তা গ্যালারির দিকে ছুড়লেন সমর্থকদের উপহার হিসেবে। কিং কোহলিও হাসি মুখে বল ছুড়লেন।

আর্জেন্টিনা দল থেকে ছিটকে গিয়ে বার্তা মেসির

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

লিওনেল মেসি ও নেইমারের লড়াই দেখার জন্য উন্মুখ ছিলেন সবাই। বিশ্বকাপ বাছাইপরে ২৬ মার্চ আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের হয়ে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল এ দুজনের। কিন্তু ফুটবলশ্রেমীদের সেই আগ্রহে ধাক্কা লাগে চোট পড়ে গত শনিবার নেইমার ছিটকে গেলো। চোটের কারণে নেইমার না থাকায় সবার চোখ ছিল মেসির ওপর। ব্রাজিলের বিপক্ষে তাঁর পারফরম্যান্স দেখার অপেক্ষায় ছিলেন সবাই। কিন্তু সেই আশাও আর পূর্ণ হচ্ছে না। বন্ধু নেইমারের পথ ধরে এবার ছিটকে গেলেন মেসিও। আর্জেন্টাইন অধিনায়কের ছিটকে যাওয়ার কারণও চোট। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যমের বরাতে দিয়ে সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) জানায়, মেজর লিগ সকারে আটলাণ্টা ইউনাইটেডের বিপক্ষে ইন্টার মায়ামির ২-১ গোলে জয়ের

মালদ্বীপের বিরুদ্ধে অভিষেকের অপেক্ষায় চার ভারতীয় তরুণ তুর্কি

শিলং, ১৮ মার্চঃ ভারতীয় ফুটবল দলের কোচ মানোলো মার্কুয়েজ ২০২৫ সালের মার্চ মাসের আন্তর্জাতিক বিরতিতে তাঁর দলের জন্য বেশ কিছু প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ খেলোয়াড়কে বেছে নিয়েছেন। আগামীকাল, ১৯ মার্চ বুধবার, শিলংয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে মালদ্বীপের বিরুদ্ধে একটি প্রীতি ম্যাচে মাঠে নামবে রু টাইগার্স। এরপর ২৫ মার্চ তারা ২০২৭ এএফসি এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জনের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে। স্প্যানিশ কোচ মার্কুয়েজ ২০২৫ সালের শুরুতে দুটি জয় দিয়ে দলকে ইতিবাচক পথে নিয়ে যেতে মরিয়া। তবে, তিনি দলে নতুন মুখদের সুযোগ দিয়ে খেলার ধরনে বৈচিত্র্য ও অগ্রত্যাশিততা আনতে চান। এখানে চারজন তরুণ খেলোয়াড়ের কথা বলা হচ্ছে, যারা মালদ্বীপের



বিরুদ্ধে ভারতীয় ফুটবল দলে অভিষেক করতে পারেন।

৪. বরিস সিং-ডানপ্রান্তের গতিশীল শক্তি। বরিস সিং-এর ভারতীয় ফুটবল দলে অন্তর্ভুক্তি কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। ২০২৪-২৫ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল) মরসুমে এফসি সোয়ার হয়ে তিনি অসাধারণ নির্ভরযোগ্যতা দেখিয়েছেন। সোয়ার ২৬টি ম্যাচের মধ্যে ২২টিতে শূন্য থেকে খেলেছেন বরিস, এবং তিনটি ভিন্ন পজিশনে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। ডানপ্রান্তে যে কোনো জায়গায় খেলতে পারেন তিনি-রাইট-ব্যাক, রাইট-উইং বা মিডফিল্ডে। তাঁর বক্ষণাত্মক দৃঢ়তা এবং আক্রমণে গতি দলের জন্য একটি নিখুঁত ভাস্কর্য। এনে দেয়া। মার্কুয়েজের খেলার ধরন বরিস খুব ভালোভাবে বোঝেন। তিনি জানেন কখন ফরোয়ার্ড হান করে সুযোগ তৈরি করতে হবে বা কীভাবে প্রতিপক্ষের আক্রমণ নষ্ট করতে হবে। ভারতের অনূর্ধ্ব-২০ দলে

খেলার অভিজ্ঞতা থাকলেও এখন সময় এসেছে তাঁর সিনিয়র দলে অভিষেকের। মালদ্বীপ বা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তিনি রাইট-ব্যাক বা রাইট-উইং হিসেবে খেলতে পারেন, দলের আক্রমণে গতি যোগ করে।

৩. আয়ুষ ছেত্রী-মিডফিল্ডের নতুন নোসার। আয়ুষ ছেত্রী ২০২৪-২৫ আইএসএল মরসুমে এক্সিট গোলার হয়ে অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখিয়ে সবার নজর কেড়েছেন। এই ২১ বছর বয়সী মিডফিল্ডার মার্কুয়েজের সিস্টেমে নিজেকে দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছেন। গভীর মিডফিল্ড থেকে খেলা নিয়ন্ত্রণ করে তিনি দলের জন্য একজন নির্ভরযোগ্য নোসার হয়ে উঠেছেন। আইএসএল-এ ২১টি ম্যাচে তিনি ৬২টি পজেশন রিকভারি, ৫৭টি ডুয়েল জয় এবং গড়ে ২৬টি পাস দিয়েছেন। এছাড়া তিনি তিনটি



জিতেছেন। বাঁ-প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে যোগ দিয়ে তিনি চমৎকার ডেলিভারির মাধ্যমে সুযোগও তৈরি করেছেন। যদি সুভাষিস বোস সর্বোচ্চ মানে খেলতে না পারেন, তবে মার্কুয়েজ অভিষেককে লেফট-ব্যাক হিসেবে বেছে নিতে পারেন। তবে, আইএসএল-এ তাঁর ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের জন্য তিনি অভিষেকের জন্য প্রস্তুত-সম্ভবত বদলি হিসেবে হলেও।

১. ব্রিসন ফার্নান্ডেস-গতি ও গোলের খিমে। ব্রিসন ফার্নান্ডেসের ভারতীয় ফুটবল দলে ঢাকা পড়া কোনো বিস্ময়ের বিষয় নয়। ২০২৪-২৫ আইএসএল মরসুমে তিনি অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। এই দ্রুতগতির, অগ্রত্যাশিত উইঙ্গার এই মরসুমে ভারতের শীর্ষ বিভাগে সেরা ভারতীয় খেলোয়াড়দের একজন হয়ে উঠেছেন। তাঁর গোলের প্রতি



কাপ যোগ্যতা অর্জনের প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মালদ্বীপ, যারা ফিফা র‌্যাঙ্কিংয়ে ১৬২তম স্থানে রয়েছে, তাদের জন্যও এটি একটি প্রস্তুতি ম্যাচ। দুই দলই আগামী সপ্তাহে যোগ্যতা অর্জনের লড়াই শুরু করবে-ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এবং মালদ্বীপ ফিলিপাইনের বিরুদ্ধে।

সমর্থকদের প্রতিক্রিয়া। এই চার তরুণ খেলোয়াড়ের সম্ভাব্য অভিষেক নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে। একজন সমর্থক সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, “ব্রিসন এবং বরিস দলের জন্য নতুন শক্তি আনবে। তাদের অভিষেক দেখার জন্য মুখিয়ে আছি।” আরেকজন লিখেছেন, “আয়ুষ এবং অভিষেকের মতো তরুণরা ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ।” সমর্থকরা আশা করছেন, এই নতুন মুখরা দলের খেলায় বৈচিত্র্য এবং গতি যোগ করবে।



ভাগ্য খুলল হ্যাটট্রিকে! জাতীয় দলে ফেব্রার লড়াইয়ে শেফালি

মুম্বই, ১৮ মার্চঃ গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত মহিলা অনূর্ধ্ব-২৬ একদিনের ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে বড় শটের পাশাপাশি বল হাতে চমক দেখিয়েছেন শেফালি ভার্মা। এই ম্যাচে তিনি একটি অসাধারণ হ্যাটট্রিক তুলে নিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়া এই ব্যাটার মাঝে মাঝে অফ-স্পিন বোলিং করেন। সোমবার ৪৪তম ওভারের শেষ দুটি বলে সালোনি পি এবং সৌম্যা ভার্মাকে আউট করেন। এরপর ৪৬তম ওভারে ফিরে এসে প্রথম বলেই নমিতা ডি'সুজার স্টান্প উড়িয়ে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন। ম্যাচে তার বোলিং ফিগার ছিল ৬২০, যা হারিয়ানাকে ছয় উইকেটের জয়। কোয়ার্টার ফাইনালে জয়গা করে দিয়েছে। ২১ বছর বয়সী শেফালির এই কীর্তি এসেছে মাত্র কয়েকদিন পরেই। যখন তার ডব্লিউপিএল দল দিল্লি ক্যাপিটালস টানা তৃতীয় ফাইনালে হেরে গেছে। আক্রমণাত্মক ব্যাটিং শৈলীর জন্য পরিচিত এই ওপেনার গত বছর সংযুক্ত আরব আমিরাতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ভারতীয় দল থেকে



বাদ পড়েছিলেন। তবে এরপর থেকে তিনি দেশীয় ক্রিকেটে অসাধারণ ধারাবাহিকতার সঙ্গে রান

করে চলেছেন। জাতীয় দলে ফেব্রার লক্ষ্যে নিজেকে প্রমাণ করতে বন্ধপরিকর। শেফালি ডব্লিউপিএলে চতুর্থ সর্বোচ্চ রান সংগ্রহক হিসেবে টুর্নামেন্ট শেষ করেছেন। বিশেষি তারকা ন্যাট সিভার-ব্রান্ট, এলিস পেরি এবং হেইলি ম্যাথিউসের পিছনে থেকে। তার এই পারফরম্যান্স তার ব্যাটিং ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে। যদিও তিনি জাতীয় দলের নির্বাচকদের মন জয় করতে এখনও পুরোপুরি সফল হননি। তবে এই হ্যাটট্রিক তার বহুমুখী প্রতিভার নতুন দিক তুলে ধরেছে। শেফালির ক্রিকেট যাত্রা অনুপ্রেরণাদায়ী। তিনি যখন মাত্র ১৫ বছর বয়সে ভারতীয় দলে প্রথম নজর কেড়েছিল। কিন্তু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হওয়ার পর তাকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। এই ধাক্কা সত্ত্বেও তিনি হাল ছাড়েননি। দেশীয় ক্রিকেটে তিনি ধারাবাহিকভাবে রান করেছেন, এবং ডব্লিউপিএল-এ তার পারফরম্যান্স দেখিয়েছে যে তিনি এখনও বড় মঞ্চে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রস্তুত।

নিজের দক্ষতার উপর সবসময়ই ভরসা ছিল লড়াই সম্পর্কে মুখ খুললেন শ্রেয়স

চট্টগড়, ১৮ মার্চঃ ঘরের মাঠে গত ওয়ান ডে বিশ্বকাপ থেকে শুরু করে সদ্য সমাপ্ত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। আন্তর্জাতিক ওয়ান ডে ক্রিকেটে ধারাবাহিক ভালো পারফর্ম করে চলেছেন শ্রেয়স আইয়ার। দেশের জার্সিতে অন্য কন্ম্যাটে অবশ্য ধারাবাহিক সুযোগ পাচ্ছেন না। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে গত মরসুমে কলকাতা নাইট রাইডার্সে ছিলেন শ্রেয়স। ক্যাপ্টেনি করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়নও হয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। যদিও এ মরসুমে কেকেআর রিটেন করেনি শ্রেয়সকে। মেগা অকশনে তাঁকে নিয়েছে পঞ্জাব কিংস। ক্যাপ্টেনিও করবেন। এরই মাঝে সাক্ষাৎকারে নানা বিষয়ে বললেন শ্রেয়স আইয়ার। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দুর্দান্ত পারফর্ম করা শ্রেয়স আইয়ারকে নিয়ে ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা বলেছিলেন, “সিহলেন্ট হিরো”। একটা সময় শ্রেয়সকে নিয়ে বলা হচ্ছিল, শর্ট পিচ ডেলিভারি খেলতে পারেন না। গত ওয়ান ডে বিশ্বকাপ চলাকালীন দেখা গিয়েছিল, তৎকালীন কোচ রাহুল দ্রাবিদের সঙ্গে আলাদা করে শর্ট বল নিয়ে প্রাক্টিস করছেন শ্রেয়স আইয়ার। যদিও এই বিষয়টি নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে একটি ধারণা তৈরি করা হয়েছিল, এমনটাই বলছেন শ্রেয়স। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পঞ্জাব কিংস ক্যাপ্টেন বলেন, “হয়তো আমাকে নিয়ে একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল। নিজের দক্ষতার উপর সবসময়ই ভরসা ছিল। একজন অ্যাথলিটকে সবসময়ই নিজের দক্ষতার উন্নতি করতে হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হয়। আমিও ইতিবাচক মানসিকতা ধরে রেখে সেই প্রক্রিয়া চালিয়ে গিয়েছি।” কে তাকে নিয়ে কী ভাবছেন, সেটা মাথায় না রেখে, নিজের উন্নতিতে জের দিয়েছেন, জানিয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার। ওয়ান ডে-তে টিম ইন্ডিয়ার নম্বর কোর হয়ে উঠেছেন। বাকি দুই ফরম্যাটেও ক্রুতহী কামব্যাক দেখা যাবে কি না সম্বন্ধি বলবে। আপাতত



ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগেই নজর শ্রেয়সের। দল বদলেছে, দায়িত্ব নয়। গত বছর আইপিএলে কেকেআরকে খেতাব জিতিয়েছেন তিনি। তাৎপর্যপূর্ণ সেই সাক্ষাৎ। কারণ দীর্ঘ বিরতির পর-প্রায় দশ বছর বাদে ট্রফি টুকেছিল নাইট রাইডার্সের ক্যাপ্টেনেটো অথচ একদম গোড়ার গল্পটা ছিল বিলকুল আলাদা। প্রথম সিজনে তিনি ছিলেন বল বয়ের ভূমিকায়। ওয়াংখেডে স্টেডিয়ামে সেদিন খেলতে নেমেছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও রয়্যাল চ্যালেন্জার্স বেঙ্গালুরু। সেটাই প্রথম অভিজ্ঞতা-প্রথমবার কোনও আইপিএল ম্যাচ এত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে দেখার অভিজ্ঞতা। এবার, ২৫ মার্চ নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে গুজরাত টাইটানসের মুখোমুখি হতে চলেছে পাঞ্জাব কিংস। কেকেআর এবং দিল্লি ক্যাপিটালসকে খেতাব জেতানোর পর নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ট্রফি উপহারের লক্ষ্যে ময়দানে নামতে চলেছেন শ্রেয়স। তার আগে অতীতের স্মৃতি রোমন্থনের সূত্রে তিনি বলেছেন, “গলি ক্রিকেট থেকেই আমি উঠে আসি। সেই সময় আমি মুম্বইয়ের অনূর্ধ্ব-১৪ টিমে খেলতাম। আর দলের নির্দেশ ছিল স্পট-সবাইকে

ভেক্টেশের জায়গা নয় নিরাপদ, ক্যাপ্টেন রাহানের জমানায় কেকেআর-এ বড় বদল!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

‘দলের যেখানে প্রয়োজন, আমি সেই পজিশনে ব্যাটিং করব’। কথাগুলো কেকেআরের নেতৃত্ব পেয়ে বলেছিলেন অজিঙ্ক রাহানো। এ বার যা পরিস্থিতি, তাতে ক্রিকেট মহলে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে অজিঙ্ক রাহানের জমানায় কেকেআরে এক বড় বদল হতে চলেছে। আর তা হল নাইটদের সবচেয়ে দামী ক্রিকেটার ভেক্টেশ আইয়ারকে নিয়ে। আর একটু সহজ করে বললে, এই মরসুমে কেকেআরের ভাইস ক্যাপ্টেন ভেক্টেশ আইয়ারের জায়গা টিমে নিরাপদ নয়। যাচ্ছে, তাতে নারিন-ডিক্ক জুটিকেও ওপেনিংয়ে হয়তো দেখা যাবে। তিনে রাহানো। তা হলে ভেক্টেশ নামবেন কত নম্বরে? কেকেআরের হয়ে তিন নম্বরে কি লেগে গেল অজিঙ্ক রাহানে বনাম ভেক্টেশ আইয়ার? ছবিটা পরিষ্কার

নাম। ফিল সল্ট নেই কেকেআরো। তাঁর জায়গায় ওপেনিংয়ে সুনীল নারিনের সঙ্গে দেখা যাবে কুইন্টন ডি'কককে। রাহানে অবশ্য ওপেনেও কেকেআরে চারে খেলেছেন,

করতে পারেন। কিন্তু আপাতত যা শোনা যাচ্ছে, তাতে নারিন-ডিক্ক জুটিকেও ওপেনিংয়ে হয়তো দেখা যাবে। তিনে রাহানো। তা হলে ভেক্টেশ নামবেন কত নম্বরে? কেকেআরের হয়ে তিন নম্বরে কি লেগে গেল অজিঙ্ক রাহানে বনাম ভেক্টেশ আইয়ার? ছবিটা পরিষ্কার

সেখানেই হয়তো ভেক্টেশকে খেলতে দেখা যাবে। যদিও গত মরসুমে তিনেই সাবলীল দেখিয়েছিল ভেক্টেশকে। তিনি এই পজিশনে ভালো খেলেছিলেনও। এ বার পজিশন বদলে গেলে তিনি কেমন খেলেন, সেদিকে নজর থাকবে সকলের।

সুচিকিংসা

২৭ বর্ষী • চতুর্থ সংখ্যা • ১ মার্চ ২০২৫

কিডনির সুরক্ষায়

- গর্ভাবস্থা ও কিডনি রোগ — এক গভীর সম্পর্ক
- ক্রমিক কিডনি ডিজিজে ডায়ালিসিসের ভূমিকা
- কিডনি রোগীর খাদ্য তালিকা
- মূত্রের রঙ পরিবর্তনে সাবধান
- কমায়বয়সীদের মধ্যে হার্ট অটাক
- হিপ জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টে রোবোটিক সার্জারি
- জলেই সুস্থ কিডনি
- কিডনিতে পাথর
- কিডনি ও ইউরিক অ্যাসিড
- কিডনি সুস্থ রাখার উপায়

সুচিকিংসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন